NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দেশভাগের রক্তক্ষরণ চলছেই, বাংলাদেশের ভারতবিদ্বেষই তার প্রমাণ

ঘুরে ট্যুরে : শীতে ঘুরতে যাওয়ার আগে কয়েকটা দরকারি টিপস ৮

কলকাতা ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ২ পৌষ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.12.2024, Vol.18, Issue No. 187 8 Pages, Price 3.00

‘এক দেশ এক ভোট’ বিল নিয়ে ভোটাভুটি

ডিভিশনে জয় বিজেপির, পক্ষে ২৬৯, বিপক্ষে ১৯৮

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: শেষ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের তোলা ‘ডিভিশনের’ দাবি মেনে ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল পেশ নিয়ে মঙ্গলবার ভোটাভুটি হল লোকসভায়। বিলের পক্ষে ভোট দিলেন সরকার পক্ষের ২৬৯ জন সাংসদ। বিপক্ষে ১৯৮ জন। ভোটাভুটির পরে এক ঘণ্টার জন্য মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন।

বিল পেশের জন্য প্রথমে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম এবং তার পরে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি হয়। এই প্রথম নতুন সংসদ ভবনে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হল। প্রসঙ্গত, বিরোধীদের আপত্তির মাঝেই মঙ্গলবার লোকসভায় ‘এক দেশ এক ভোট’ সংক্রান্ত বিল পেশ করে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল এ সংক্রান্ত ১২৯তম সংবিধান সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ করেন। এর পরে কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল ডিভিশনের দাবি তোলে। এ ক্ষেত্রে সংসদীয় বিধি মেনে কোনও বিল নিয়ে বিতর্কের আগে ভোটাভুটি করতে হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘এক দেশ এক ভোট’ বিলের খসড়া নিয়ে সংসদের যৌথ কমিটিতে আলোচনা চান। বিরোধী সাংসদদের বক্তব্য, এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোতেই আঘাত হানবে। এর মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই বিল সংবিধানের মূল কাঠামোই আঘাত করবে। বিজেপি কী ভাবে এই বিল লোকসভায় পাশ করাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ডিএমকে। স্ট্যালিনের দলের সাংসদ টিআর বালুর বক্তব্য, ‘এই সরকারের যখন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই, তারা কিসের ভরসায় এই বিল পেশ করছে সংসদে?’ আপত্তি জানান মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও।

প্রসঙ্গত, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝেই গত ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘এক দেশ এক ভোট’ সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছিল। ‘এক দেশ এক ভোট’ কার্যকরের দিশানির্দেশিকা খুঁজতে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর কোবিন্দের নেতৃত্বে কমিটি গড়েছিল মোদি সরকার। লোকসভা ভোটের আগেই গত ১৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে একসঙ্গে লোকসভা এবং সব ক’টি বিধানসভার নির্বাচন করানোর সুপারিশ করে আট খণ্ডে বিভক্ত ১৮ হাজার পাতার রিপোর্টটি জমা দিয়েছিল কোবিন্দ কমিটি। সেখানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ কমিটির অন্য সদস্যেরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে বলেছিলেন, বিভিন্ন মঞ্চে আলোচনার পরেই কোবিন্দ কমিটির রিপোর্ট অনুমোদনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিত ছিল, সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি পেশ করা হতে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মতামত নিয়েছে মোদি সরকার। কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-সহ বিরোধী দলগুলি গোড়া থেকেই ‘এক দেশ এক ভোট’ পদ্ধতির সমালোচনায় মুখর। তাদের মতে, এই নীতি নিয়ে মোদি সরকার ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ধাঁচের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ভাবনার পরিপন্থী বলেও বিরোধী নেতৃত্বের অভিযোগ। বিশেষত বিজেপি-বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির আশঙ্কা, ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতি কার্যকর হলে লোকসভার ‘ঢেউয়ে’ বিধানসভাগুলি ‘ভেসে যাবে’। তা ছাড়া, ‘এক ভোট’ ব্যবস্থা চালুর পরে কেন্দ্রে বা কোনও রাজ্যে পাঁচ বছরের আগেই নির্বাচিত সরকার পড়ে গেলে কী হবে, প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়েও। যদিও লোকসভা ভোটের সঙ্গেই সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট সেরে ফেলার পক্ষে মোদি সরকারের যুক্তি হল, এতে নির্বাচনের খরচ কমবে। একটি ভোটার তালিকাতেই দু’টি নির্বাচন হওয়ায় সরকারি কর্মীদের তালিকা তৈরির কাজের চাপ কমবে। ভোটের আদর্শ আচরণ বিধির জন্য বার বার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকবে না। নীতি আয়োগ, আইন কমিশন, নির্বাচন কমিশনও এই ভাবনাকে নীতিগত সমর্থন জানিয়েছে বলে কেন্দ্রের যুক্তি।

হুইপ অমান্যে নোটিস জারি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: ‘এক দেশ, এক ভোট’ বিল পেশের সময় লোকসভায় গরহাজির বিজেপিরই ২০ সাংসদ। এবার তাঁদের নোটিস ধরাচ্ছে গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার লোকসভায় সকল সাংসদকে হাজির থাকতে হবে, এই মর্মে হুইপ জারি করেছিল বিজেপি। তারপরেও ২০ সাংসদের অনুপস্থিতি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। নির্ধারিত সময় মেনে মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় সংসদে এক দেশ, এক নির্বাচন বিল লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইন প্রতিমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। নিয়ম মেনে তার আগে এক দফা ভোটাভুটি হয়। বিজেপি আগে থেকেই জানত যে সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী পেশ মোটেও সহজ হবে না। ভোটপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই দলের সব সাংসদদের এদিন লোকসভায় উপস্থিত থাকার কথা বলে হয়েছিল। রীতিমতো হুইপ জারি করা হয়েছিল। তারপরেও দলীয় সাংসদদের অনুপস্থিতি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে ভাবাচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাদের একাংশের দাবি, এই বিল নিয়ে দলের অন্দরেও ফাটল রয়েছে। তাই ভোটাভুটির দিন অনুপস্থিত রইলেন ২০ সাংসদ।

রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে আক্রমণে শাহ

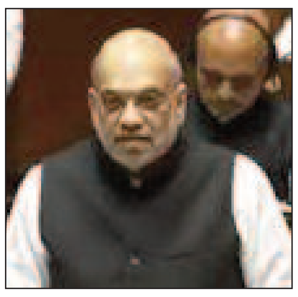

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: রাজ্যসভায় সংবিধান নিয়ে মন্তব্যের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেসকে জোরদার আক্রমণ শানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধির সময়কার সংবিধান সংশোধন নিয়েও জোরদার সমালোচনা করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, ‘দেশ এখন কতটা এগিয়েছে তা দেশের জনগণই বুঝতে পারবেন। আমাদের গণতন্ত্রের শিকড় পাতালের গভীরে। এমনকি, দেশের জনতা যখ নই কোনও দলকে জিতিয়েছে, তখন সেই দল জনতার সেই সিদ্ধান্তের সম্মান করেছে কি না। দেশের যুবসমাজের জন্য সংবিধানের চর্চা হওয়া খুব দরকার। এই দেশের জনতা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে তানাশাহির অভিমানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।’ এছাড়াও রাহুল গান্ধির দিকে ইঙ্গিতে নিশানা করার পাশাপাশি কংগ্রেস আমলে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা নিয়েও আক্রমণ শানিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি জানিয়েছেন, উপত্যকা থেকে ৩৭০ ধারা সরানোর জন্য লোহার হৃদয়ের দরকার ছিল। এছাড়াও জরুরি অবস্থা নিয়েও এদিন ফের একবার সরব হতে শোনা গিয়েছে শাহকে।

গঙ্গাসাগর মেলায় এবার বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবেশী দেশে বর্তমান অস্থিরতার প্রেক্ষিতে এবারের গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা রাজ্যপুলিশ, নৌসেনা, উপকূলরক্ষী বাহিনীকে বাংলাদেশ সীমান্ত ও সংলগ্ন জলপথে যৌথ নজরদারির পরামর্শ দিয়েছেন। জলপথে যেমন নৌবাহিনী ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর নজরদারি চলবে, তেমনই আকাশপথ থেকে চালানো হবে ড্রোন নজরদারি। গোটা মেলা চত্বরের উপরে নজরদারিতে হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি ১২ হাজারের বেশি পুলিশ কর্মীকে মোতায়েন করা হচ্ছে।

নবান্ন সভাঘরে মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কিছুটা বিপজ্জনক এলাকা রয়েছে। নীরবে নজরদারি চালাতে হবে। ওপারে তো আমরা যেতে পারব না। তবে, সতর্ক থাকতে হবে। যাতে অবাঞ্ছিত ঘটনা না-ঘটে, তা দেখতে হবে। ওয়াচ টাওয়ার বাড়াতে হবে। এই নজরদারির জন্য ওয়াচ টাওয়ারের পাশাপাশি, ড্রোনের সংখ্যা বাড়াতে বলেছেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, এমন শক্তি আছে যারা গঙ্গাসাগর মেলা বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে।

একদিকে বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি। সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ভুরি-ভুরি অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে সাগরপাড়ে আয়োজিত হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবে যাতে জলসীমা অতিক্রমের ঘটনা না-ঘটে, সেদিকে গোপনে বাড়তি নজরদারি চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তদারকি সরকার বিলুপ্তির বিধান বাতিল বাংলাদেশে

বিনা নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকার পথ প্রশস্ত ইউনূসের

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর: দীর্ঘদিন বিনা নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকার পথ প্রশস্ত করে নিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। হাইকোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে গেল বাংলাদেশের তদারকি সরকার বিলুপ্তির বিধান। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে তদারকি সরকার বাতিলের বিধান আনা হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই পঞ্চদশ সংশোধনীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতিল করে দিল বাংলাদেশের হাইকোর্ট।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ এবং ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে তদারকি সরকারের আইন বিলুপ্ত করা হয়। সম্প্রতি ওই সংশোধনীর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে কয়েকটি রিট পিটিশন দায়ের হয় আদালতে। মঙ্গলবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর যৌথ বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্চদশ সংশোধনীর ওই ধারাদুটি বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করেছে, যেটি হল গণতন্ত্র।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পুরো সংশোধনীটি বাতিল করেনি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। তবে পুরো সংশোধনীটি বাতিল হবে কিনা সেটা ঠিক করার ভার দেওয়া হয়েছে আগামী সংসদের উপর। হাইকোর্ট বলছে, জনগণের মতামত নিয়ে আগামী দিনে জাতীয় সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনীর বাকি ধারাগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, হাইকোর্টের এই রায়ে পোয়াবারো হতে চলেছে ইউনূস সরকারের। এর ফলে কার্যত সাংবিধানিক বৈধতা পেল ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। এই রায়ে বলিয়ান হয়ে দীর্ঘদিন তদারকি সরকার চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। আসলে দ্রুত নির্বাচন করাতে বেশ কিছুদিন ধরেই ইউনূসের উপর চাপ বাড়াচ্ছে খালেদা জিয়ার বিএনপি। দেরিতে ভোট হলে বাংলাদেশে অরাজকতা বাড়বে বলে তাদের দাবি। অন্য কয়েকটি মূল ধারার রাজনৈতিক দলও বাংলাদেশে দ্রুত ভোট চাইছে। কিন্তু মহম্মদ ইউনূস জানিয়ে দিয়েছেন, সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশে নির্বাচন সম্ভব নয়।

শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস, সেনসেক্স পড়ল ১০০০ পয়েন্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস নামল মঙ্গলবার। এক হাজারেরও বেশি পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স। দিনের শেষে বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ে ৮০ হাজারের সামান্য বেশি ছিল সেনসেক্সের সূচক। বিশ্লেষকদের মতে, বুধবার সুদের হার নির্ধারণ নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে মার্কিন ব্যাঙ্ক। তার আগে বিনিয়োগকারীরা সতর্ক হয়ে পড়ার কারণেই ধস নেমেছে বাজারে।

সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই নিম্নমুখী ছিল শেয়ার বাজার। সোমবারের পর মঙ্গলবারও কমে যায় সেনসেক্সের সূচক। এদিন বাজার বন্ধের সময়ে দেখা যায়, ১০৬৪ পয়েন্ট পড়ে গিয়েছে সেনসেক্স। সোমবারের তুলনায় ১.৩ শতাংশ পড়েছে সূচক। দিনের শেষে সেনসেক্স থেমেছে ৮০৬৮৪.৪৫ পয়েন্টে। বেহাল দশা নিফটিরও। ৩৩২ পয়েন্ট পড়ে গিয়ে ২৪৩৩৬ পয়েন্টে থেমেছে নিফটির সূচক। সবমিলিয়ে ২.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে বিনিয়োগকারীদের। বিরাট লোকসান হওয়ার তালিকায় রয়েছে রিলায়্যান্স, ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পতনের নেপথ্যে রয়েছে পাঁচটি কারণ। প্রথমেই উঠে আসছে মার্কিন ব্যাঙ্কের বৈঠকের বিষয়টি। প্রাথমিকভাবে মার্কিন বাণিজ্যিক মহলের অনুমান, সুদের হার খানিকটা কমানো হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সাবধানী থাকছেন বিনিয়োগকারীরা।

এছাড়াও অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে অনেকখানি কমেছে চিনের আর্থিক বৃদ্ধি। সেই ধারা বজায় রয়েছে এখনও, ফলে ভারতের বাজার থেকে আগ্রহ হারাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। ডলারের দাম বৃদ্ধি, ভারতের রপ্তানি হ্রাসের জেরেও ধস নেমেছে শেয়ার বাজারে। তবে মার্কিন ব্যাঙ্কে সুদের হার কমলে ফের চাঙ্গা হবে ভারতের বাজার, আশায় বিনিয়োগকারীরা।

মঙ্গলবার থেকেই অ্যাকাউন্টে পড়ছে ‘বাংলার বাড়ি’র টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার আরো ১৬ লক্ষ গ্রামীণ আবাস তৈরি করবে বলেও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের আওতায় ১২ লক্ষ মানুষকে বাড়ি তৈরির প্রথম পর্যায়ের ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার কাজের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে প্রতীকীভাবে রাজ্যের ২১ জেলার ৪২ জন উপভোক্তার হাতে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা তুলে দেন তিনি।

সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ আবাস প্রকল্পে রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষকে মনোনীত করলেও গত তিন বছরে কোনো টাকা দেয়নি। তাই রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকেই তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারই প্রথম পর্বে ১২ লক্ষ মানুষকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী পর্বে আগামী বছরের মধ্যে বাকি ১৬ লক্ষ মানুষকে ২ টি পর্যায়ে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে। ২০২৫ সালের মে-জুন মাসের মধ্যে ৮ লক্ষ এবং ডিসেম্বর নাগাদ আরও আট লক্ষ মানুষকে এই টাকা দেওয়া হবে। তাই প্রথম তালিকায় যাদের নাম ওঠেনি, তাদের মন খারাপ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্বাস দিয়েছেন, ‘আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদের বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে।’

নবান্ন সভাঘরে বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গত ৩ বছর ধরে ৭৯টি কেন্দ্রীয় টিম রাজ্যে এসেছে। আবাস যোজনায় কোনও অনিয়ম খুঁজে পায়নি। তাও টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। আমরাও কেন্দ্রের ভিক্ষা চাই না। নিজেদের টাকা দিয়েই বাংলার মানুষের মাথার উপরে পাকা ছাদ গড়ে দেব। সমীক্ষায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতি উপভোক্তা ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে পাবেন। ৬০ হাজার টাকা করে দুই কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে। আজ থেকে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হল। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে নির্বাচিত উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মাটির বাড়ি যাদের ভেঙেছে তাদেরও টাকা দেওয়া হবে।’ প্রথম দফায় যাদের নাম ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে ওঠেনি, তাদের মন খারাপ করতেও বারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, ‘পরের সমীক্ষা শিগগিরই শুরু হবে। যারা যোগ্য তারা কেউ বঞ্চিত হবেন না।’

সিরিয়ায় ‘ভূমিকম্প বোমা’ হামলা ইজরায়েলের

দামাসকাস, ১৭ ডিসেম্বর: সিরিয়ায় ভয়ংকর ‘ভূমিকম্প বোমা’ হামলা ইজরায়েলের। সোমবার যুদ্ধ বিমানের সাহায্যে সিরিয়ায় উপকূলবর্তী এলাকায় এই হামলা চালায় ইজরায়েল। দাবি করা হচ্ছে, এই হামলার তীব্রতা এতটাই ছিল যে ব্যাপকভাবে কেঁপে ওঠে মাটি। ভূমিকম্প হয় গোটা এলাকায়। ডেইলি মেলের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার এই হামলা চালানো হয়েছে টার্টাস এলাকায়। সিরিয়ান অবজার্ভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের তরফে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলের যুদ্ধবিমান ‘সিরিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট এবং সারফেস-টু-সার্ফেস মিসাইল ডিপো-সহ একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়। যার জেরে বিস্ফোরণের মাত্রা আরও ভয়াবহ আকার নেয়। ঘটনার এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিরাট আগুনের গোলা মাটি থেকে আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। প্রথম বিস্ফোরণের শেষে পর পর বিস্ফোরণ চলতে থাকে ওই অঞ্চলে। বিস্ফোরণের পর আকাশ ছেয়ে যায় ধোঁয়ার মেঘে। এই বিস্ফোরণের জেরে স্বাভাবিক ভূমিকম্পের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুতগতিতে কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.০।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৪৯১ নং এফিডেভিট বলে Dharam Narayan Jadav S/o. Bhrigu Dayal Jadav ও Dharam Narayan Yadav S/o. Bhrigu Dayal Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৮৪৯ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Mitra S/o. Basanta Kumar Mitra ও Tapan Kr. Mitra S/o. Lt. B. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৭৮৫ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Kumar Santra S/o. Bijay Krishna Santra ও Shyamal Santra S/o. B. K. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে Monsur Islam S/o. Sekh Samsuddin ও Sk Monsur Islam S/o. Sk. Sislam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sayantani Pramanik ও Sayantani Ghosh Pramanik W/o. Suman Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Anup Kumar Chowdhury S/o. Himangshu Chowdhury ও Anup Kr. Chowdhury S/o. Lt. H. Chowdhury, Himanshu Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৮৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalyan Sundar Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debi Kumar Chakraborty & D. K. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Abhijit Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dinomoni Ghosh & Dinamani Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৮৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishna Das S/o. Sudhanshu Das ও Shrikrishna Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭২০ নং এফিডেভিট বলে Sumit Chowdhury ও Samir Chowdhury S/o. Rameswar Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Dipanwita Biswas, D/o. Bimal Kumar Biswas and W/o. Sree Mantu Roy residing at 684, Branch Panchanan Tala Road, Kulinpara, Khardah, PO. BD Sopan, PS. Khardah, Kolkata - 700116 do hereby solemnly declare that my name has been inadvertently recorded as Dipanwita Roy in my son's (Parthiv Roy) birth Certificate instead of Dipanwita Biswas. My actual name is Dipanwita Biswas vide affidavit by Judicial Magistrate, 1st Class Barrackpore, 24 PGS (N) dated 20.11.2024.

নাম পরিবর্তন

আমি **শাহিন মুক্তার সেখ,** পিতা মৃত - আসারুউদ্দিন সেখ গ্রাম- কুমোরপুর পোঃ নটিয়াল থানা সাগরপাড়া জেলা মুর্শিদাবাদ গত ইংরাজি 28.08.24 তারিখে S.D.E.M (S) Court বহরমপুর 2299 নং এফিডেভিট বলে আমার পিতা **Asaruddin Sekh** এবং **Acharuddin Sekh** একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

Bharati Chatuspathi Sanskrit Mahavidyalaya,
Nabadwip, 741302
REQUIREMENT OF TEACHER under the Central scheme of CSU, New Delhi (On Contractual Basis)
Sub: Computer Science, Salary: 20,000/- p.m. Educational Qualification and Age Limit: As per State Govt. / UGC Norms. Last Date: **22/12/2024**. Contact: 8637007347 **T.I.C.**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **শ্রীমতী সুমন দেবী,** স্বামী শিবেন্দ্র কুমার আলিপুর DSR-II অফিসে ৪৩১২/২০২৩ নং দলিল মূলে, দাতাদ্বয় যথাক্রমে **শ্রীমতী সুভদ্রা মন্ডল** ও **শ্রীমতী মিঠু মন্ডল** হইতে জমি খরিদ করেন। বিক্রিত জমি উক্ত দাতাদ্বয় বেহালা ADSR অফিসে ৭৮১২/২০১৯ নং দলিল মূলে **শ্রী প্রণব মন্ডল** খোদ ও **শ্রী চিত্তরঞ্জন মন্ডলের** আমোক্তারনামা নিযুক্ত **শ্রীমতী বাবলি মন্ডল,** স্বামী -প্রণব মন্ডল এর নিকট হইতে আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিস DSR -II, বুক নং -৪, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৬, ০০৬৮২/২০১৬ নম্বর আমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা- দৌলতপুর, জেল নং - ১৯, এল আর দাগ নম্বর -২৬৭, এল আর খতিয়ান নম্বর- ৩৪২৫, ৮৪৬৬ ভুক্ত কমবেশি ৩.৩ শতক জমি খরিদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর মহেশতলা বি এল এন্ড এল আরও অফিসে আবেদন করিয়াছে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

সুপর্ণা মল্লিক (এ্যাডভোকেট)
হাইকোর্ট, কলকাতা
Enrolment No. F/2022/1653/2019

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শ্রীমতী আঙ্গুরা বিবি স্বামী- প্রয়াত বেলা হোসেন খান, আগুনশী নওপাড়া, বাগনান, হাওড়া-৭১১৩০৩ সম্পত্তি বিক্রি করতে যাচ্ছেন যার পরিমাপ ১১.৮৯ ডেসিমেল বা ৭.২০ কাঠা, যার এল.আর. দাগ নং ৫৭, খতিয়ান নং. ১৮৫৮ মৌজা হাতুরিয়া কন্দর্পপুর, যা ১৯৮৭ সালের টাইটেল ডিড নং ১৭৮৫ অনুযায়ী উত্তরাধিকারের মাধ্যমে এই সম্পত্তি ভোগ করছেন। যদি কোন ব্যক্তির উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আপত্তি থাকে তবে তিনি (পুং/স্ত্রী) আমাকে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৭ দিনের মধ্যে, যা ব্যর্থ হলে আর কোন দাবি, আপত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করা হবেনা সংবাদপত্রের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৭ দিন পরে এবং আমার মক্কেল সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

শ্রী বিপ্লব কর্মকার
অ্যাডভোকেট,
হাইকোর্ট, কলকাতা
টেলিফোন- ৯৮৭৪৮৫৫১৪৯

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৮ ই ডিসেম্বর। ২ রা পৌষ। বুধবার। তৃতীয়া তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও, বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রানি রাসমনি রোডে আগাম খ্রিস্টমাস উদযাপন। খুদেদের নিয়ে মজায় মেতেছেন সান্তা।

বিনামূল্যে চোখের অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দৃষ্টি মানুষের কাছে থাকা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলির মধ্যে অন্যতম। মানুষের সেই মূল্যবান চোখের চিকিৎসাই বিনামূল্যে করার উদ্যোগ নিল নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ। এই মুহূর্তে সংঘ নেত্রালয় শহর কলকাতায় চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের অন্যতম নাম। তবে শুধু চক্ষু পরীক্ষা শিবির নয়, চোখের অস্ত্র প্রচারও আধুনিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। রবিবাসরীয় সকালে নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের পরিচালনায় ৯, তারক প্রামাণিক রোডে বসেছিল ৩৬৭তম বিনামূল্যে চক্ষু অস্ত্র প্রচার শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পৌরনিগমের পুর পারিষদ সদস্য রাজেশ চিরিমার, সমাজসেবী বিকাশ জয়সওয়াল, হীরক দলপতি, রাজেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল সহ অন্যরা। দীর্ঘ বছর ধরে এভাবেই মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলে এই সংস্থা। তাঁদের এমন ব্যবস্থায় অত্যন্ত খুশি রাজেশ চিড়িমার। তিনি জানান, মানুষের জীবনে চোখের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর চোখের অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস ও ভরসা, যা সংঘ নেত্রালয় অর্জন করেছে। সে কারণেই বহু দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা নিশ্চিন্তে অস্ত্রোপচার করতে আসেন ও হাসি মুখে বাড়ি ফেরেন।

টলিউড অভিনেত্রী এবং সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মধুমিতা সরকার মঙ্গলবার সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ব্যারাকপুর ফ্র্যাঞ্চাইজ (৬০০০ বর্গফুট) শোরুমের ১৪তম বার্ষিকী উদযাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ব্যারাকপুর শোরুমের ফ্র্যাঞ্চাইজ পার্টনার মালিক এল আর প্রতিম সাধুকন।

‘নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন’ হল বেঙ্গল কেমিক্যাল মেট্রো স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে ‘নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন’ সফলভাবে বাস্তবায়নের পর, কলকাতা মেট্রো রেল বৃহস্পতিবার থেকে বেঙ্গল কেমিক্যাল মেট্রো স্টেশনে গ্রিন লাইন-১-এ একটি ’নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন’ চালু করতে চলেছে।

যেহেতু এই স্টেশনে যাত্রী সংখ্যা খুবই কম, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাই এই স্টেশনটিকে ‘নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই স্টেশনে বৃহস্পতিবার থেকে টোকেন, নতুন স্মার্ট কার্ড বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য কোনও বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে না এবং কোনও বুকিং কর্মী উপস্থিত থাকবে না। পরিবর্তে, যাত্রীরা স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে তাদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড, পেপার কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট ক্রয় করবেন এবং তাদের স্মার্ট ফোনের সাহায্যে মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ ব্যবহার করে। তারা স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে রিচার্জ করতে পারবেন। এ কারণে এই স্টেশনে ইতিমধ্যে অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন বসানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এটি ব্যবহারকারীদের মেট্রো রেলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চলেছে। যাত্রীরা এই ইউপিআই পেমেন্ট-ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমও বেছে নিতে পারেন। মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা এটিকে সফল করার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছে।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফে মঙ্গলবার ‘ডুয়িং বিজনেস উইথ মাল্টা’ শীর্ষক একটি ব্যবসায়িক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাল্টা প্রজাতন্ত্রের হাই কমিশনার রুবেন গাউসিকে স্মারক প্রদান করলেন এমসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি নমিত বাজোরিয়া।

আন্তঃ রেলওয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি মঙ্গলবার বেলগাছিয়া অডিটোরিয়ামে প্রদীপ জ্বালিয়ে আন্তঃ রেলওয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (সংগীত) ২০২৪-এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেট্রো রেলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতের গুরুত্ব তুলে ধরে রেড্ডি বলেন, ‘এই ধরনের সাংস্কৃতিক সভা শরীর ও মনকে চাঙ্গা করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।’ এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রেলওয়েম্যানরা ভোকাল, ইন্সট্রুমেন্টাল লাইট মিউজিক এবং ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ১৭টি রেলওয়ে জোন এবং প্রোডাকশন ইউনিট থেকে মোট ৬৬ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

কুয়াশা আচ্ছন্ন রেড রোড।

১৯ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে বড়দিন উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছরের কলকাতার বড়দিন উৎসবের সূচনা হবে আগামী বৃহস্পতিবার ১৯ ডিসেম্বর। ওইদিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে উৎসবের সূচনা করবেন। রাজ্য সরকারের বাৎসরিক এই অনুষ্ঠান এবার ১৪তম বছরে পা দিচ্ছে। বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট ও অ্যালেন পার্কের পাশাপাশি সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ ও সংলগ্ন এলাকাও আলো দিয়ে সাজানো হবে।

বৃহস্পতিবার ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে। এর পর ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে অ্যালেন পার্কে। শুধুমাত্র ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর দর্শনার্থীদের জন্য অ্যালেন পার্ক বন্ধ থাকবে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর অ্যালেন পার্কে আয়োজন করা হয়েছে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের। ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সাল থেকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কলকাতার ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল। এর পাশাপাশি সেজে উঠবে বো ব্যারাক। কলকাতার পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আসানসোল, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, বারুইপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, হাওড়া ও বিধাননগরেও ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ২ পৌষ, বুধবার

ধান বিক্রি করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন চাষিরা: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে, কৃষকদের সুবিধার্থে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার কাজ শুরু করেছে। আর এই কাজ শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারগুলোকে দেওয়া কেন্দ্রের নির্দেশানুসারেই। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে বীরভূমের সিউড়ি কিষাণ মান্ডির ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকেও চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে, তবে সেখানে এক বস্তা ধান বিক্রি করতে গেলে বস্তায় ৫ কেজি করে ধানের ওজনে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যার ফলে চাষিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। কোথাও কোথাও তো বস্তায় ধানের মূল্য থেকে ১০২ টাকা করেও কেটে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে, বলেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে এ জানিয়েছেন, এই বিষয়ে চাষিরা আপত্তি জানালে তাদের সরাসরি বলে দেওয়া হচ্ছে যে তাদের ধান নেওয়া হবে না। অগত্যা

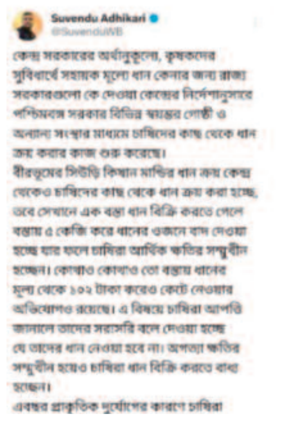

ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও চাষিরা ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এর পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন, এবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষিরা এমনিতেই অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। রাজ্য সরকার কে অনুরোধ করবো যে একটু মানবিক হন। আমি খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের, খাদ্য সচিব এবং মুখ্যসচিবকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা করার অনুরোধ করছি। এই ঘটনা প্রতি বছর ঘটে চলেছে, যার শেষ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিরোধী দলনেতা।

ইডির মামলায় জামিন পেলেও, এবার সিবিআই জালে সুজয়কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির হাতে জামিন পেলেও ফের গ্রেপ্তার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। এবার সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে তাঁকে। আর হেফাজতে নিতে সিবিআই আদালতের দ্বারস্থ কেন্দ্রীয় এজেন্সি। অপরদিকে, জামিনের আবেন করেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আইনজীবী।

বস্তুত, এর আগে নিয়োগ মামলায় সুজয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে কম নাটক হয়নি। কোর্টে হাজির কারনোর জন্য পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে এরপরও সুজয় আদালতে হাজিরা দেননি। কালীঘাটের কাকুর বক্তব্য ছিল, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। সেই কারণে হাজিরা দিতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার তিনি সংশোধনাগারে থাকাকালীনই গ্রেপ্তার দেখানো হয় সিবিআইয়ের তরফে। শ্যোন অ্যারেস্ট করা তাঁকে। গ্রেপ্তারের পর জামিনের আবেদন করেন সুজয়ের আইনজীবী। নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদনও করা হয় সিবিআইয়ের তরফ থেকেও।

এদিকে এদিন আদালতে শুনানি চলার সময় বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আবেদন যেদিন হয়েছিল আমার প্রশ্ন ছিল কেন এতদিন পর হেফাজতে চাইছেন? ওঁরা যে কেস ডায়েরি জমা দিয়েছিলেন তাতে সন্তুষ্ট হয়েই আমি অর্ডার দিয়েছিলাম।' আদালতে শুনানির সময় কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে সুজয়কৃষ্ণর হাজিরা না দেওয়ার বিষয়টিও তোলেন বিচারক। এই প্রসঙ্গে বিচারক এও বলেন, 'আপনার মক্কেল যদি দিনের পর দিন না আসে তা ওনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সিবিআইয়ের এখানে কোনও ভূমিকা নেই। আদালত সব দেখছে, সব বোঝে।' প্রত্যুৎত্তরে পাল্টা সুজয়ের আইনজীবী বলেন, 'আমি দেখব কী ভাবে ওঁকে সশরীরে হাজির করানো যায়।' এরপরই বিচারক বলেন, 'সব ক্ষেত্রে টাইমলাইন ধরে জামিনের আবেদন করবেন না। কেজরিওয়ালের নির্দেশ বলবেন না। প্রতিটি মামলার ইউনিক ফিচার আছে।' অপরদিকে, সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, 'উনি সুস্থ হলে তবেই হেফাজতে নেব।'

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাম সামনে আসে। পরে তদন্ত করতে গিয়ে তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারেন তদন্তকারীরা। তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তবে সেই মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়ে গিয়েছেন তিনি। এদিকে, গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল সিবিআই। আদালতে আবেদনও করেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। নিয়ম অনুযায়ী, হেফাজতে পেতে গেলে অভিযুক্তকে সশরীরে হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু পরপর তিনবার অসুস্থ বলে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। অবশেষ আজ গ্রেফতার করা হল তাঁকে।

বাবার চাকরি পেতে পারেন দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানও, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তান হলেও বাবার মৃত্যুকালীন চাকরি পেতে পারেন দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। এই সমস্ত ক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন বিবেচনার সময় 'বৈধ বৈবাহিক' সম্পর্কে জন্ম নেওয়া সন্তানের সঙ্গে বৈষম্য করা যাবে না বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট।

সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'এই বৈষম্য নিন্দনীয়।' তিনি এই নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, রুটি উপার্জনকারীর মৃত্যুর পর ওই পরিবারের আর্থিক সমস্যা মেটাতে এই চাকরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সেখানে উপার্জনকারীর বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কে জন্ম নেওয়া সন্তান নয় বলে ওই সন্তানকে বঞ্চিত করা যায় না। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত পূর্ব রেলের আরপিএফ-এর হেড কনস্টেবল গোরক্ষনাথ পাণ্ডের মৃত্যুর পর। কারণ, আসানসোলে কর্মরত অবস্থায় ওই কনস্টেবলের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান এই চাকরির দাবি জানান পূর্ব রেলের কাছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মীনা দেবী নিঃসন্তান। মৃত্যুর পর পূর্ব রেল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দুই স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেও 'ক্যাম্পাসনেট গ্রাউন্ড'-এ চাকরির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানের চাকরির দাবি করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কারণ হিসাবে এও বলা হয় যে তার দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ নয়। যদিও আদালতে প্রথম স্ত্রী এই চাকরির ক্ষেত্রে কোন আপত্তি জানাননি। সেই আবেদন খারিজ হলে প্রথম স্ত্রী আদালতে আবেদন করে। কিন্তু নিঃসন্তান হওয়ায় চাকরি হয়নি। এদিকে পরবর্তীতে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে সেই আবেদন জানায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে বৈধ আইনি বৈবাহিক সম্পর্কের সংসাপত্র (রেজিস্ট্রি ম্যারেজ সার্টিফিকেট) না দেখাতে পারায় আবেদন বাতিল করে দেয়। মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। এদিন মামলার নিষ্পত্তি করে বিচারপতি বৈধতা না থাকলেও দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান এই চাকরির যোগ্য উত্তরাধিকার বলে নির্দেশ দেন।

শহরে ৪ জায়গায় ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্কিং প্রতারণা মামলায় শহরে ফের ইডির তল্লাশি। মঙ্গলবার শহরে ৪ জায়গায় চলে ইডি'র তল্লাশি অভিযান। দমদম ক্যান্টনমেন্টে ৪৯, এস. পি. মুখার্জি রোডে সঞ্জয় গুপ্তা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। যদিও ওই ব্যবসায়ী বাড়িতে না থাকায় তাঁর জন্য বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে হয় ইডির আধিকারিকদের। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে লোন নেওয়ার পরে আর্থিক প্রতারণার মামলায় নাম উঠেছে সঞ্জয় গুপ্তার। তবে সঞ্জয় গুপ্তার পরিবার সূত্রে খবর, ব্যক্তিগত কাজে বাড়ির বাইরে রয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, হুগলির বৈদ্যবাটি চ্যাটার্জি পাড়ায় একটি বাড়িতে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারি একটি দল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে দুটি গাড়িতে করে চারজন আধিকারিক যান। এরপর জওয়ানদের নিয়ে বাড়িতে ঢোকে তদন্তকারি দলটি। সূত্রে খবর, ওই বাড়ি মালিকের নাম শান্তনু পোদ্দার। কলকাতার ধর্মতলায় লোহার যন্ত্রাংশ সরবরাহকারি একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। এর আগেও তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি আয়কর দপ্তর থেকে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার নথি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাম জামানায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার নথি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসককে ওই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২০০৯ সালের ওই জেলার প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার নথি বাজেয়াপ্ত করতে বলেছে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

২০০৯ সালের প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারভিউ বোর্ডের পরীক্ষকেরা নিজেদের আত্মীয়দের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন মৃণালকান্তি মাইতি। এর আগে ওই মামলায় শিক্ষা দপ্তরের সচিবের কাজে রিপোর্ট চেয়েছিলেন তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময় সচিব মামলাকারীর দাবির সত্যতা রয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন। মঙ্গলবার ওই মামলাতেই নথি হেফাজতে রাখতে নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। প্রসঙ্গত, এর আগে গত সেপ্টেম্বরে বিচারপতি অমৃতা সিংহ ২০০৯ সালে মালদা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল দেখতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রাথমিকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার। ২০১০ সালে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাঝপথের ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল।

প্রোমোটারকে মারধরে অধরা কাউন্সিলর, বাড়িতে নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগুইআটিতে প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের ঘটনায় মঙ্গলবারেও অধরা তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী। তাঁর বাড়িতে নোটিস পাঠাল বাগুইআটি থানার পুলিশ। এদিকে এই কাণ্ডের পর বিধাননগর পুরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রবিবার বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আহত প্রমোটার। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম রমেন মণ্ডল ও শুভেন্দু মণ্ডল। সোমবার তাঁদের বারাসত আদালতে তোলা হয়। এরপর তিনদিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় বারাসত আদালত।

পুলিশ সূত্রে খবর, কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী-সহ বাকিদের খোঁজে তাঁদের বাড়িতে যান আধিকারিকরা। কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর উত্তর দেশবন্ধু নগরের বাড়িতে একাধিকবার আসে পুলিশ। কাউন্সিলরকে বাড়িতে না পেয়ে অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে বাগুইআটি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বাড়ির দেওয়ালে নোটিস লাগিয়ে দেওয়া হয়।পুলিশের তরফে নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রমোটার কিশোর হালদারকে মারধর কেসে কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় বাগুইআটি থানার পুলিশ। বাগুইআটি প্রোমোটারকে মারধরের ঘটনায় রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা গোবিন্দ দাসের বাড়িতে গিয়ে একাধিকবার ডেকেও সাড়া মেলেনি। তার অফিসও বন্ধ পায় পুলিশ। এব্যাপারেও পুলিশের তরফ থেক কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রবিবার বিধাননগরের এক প্রমোটারের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করার অভিযোগ ওঠে। তোলার টাকা না পেয়ে সেই প্রমোটারকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কাউন্সিলরের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থাতেই বাগুইআটি থানায় যান ওই প্রমোটার। বিধাননগর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। নাম ওঠে বাবাই, গোবিন্দ দাস, শুভেন্দু-সহ একাধিক জনের।

ধর্নায় 'না', আদালতের দ্বারস্থ চিকিৎসক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ধর্ষণ ও খুন মামলায় সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন হতেই সোচ্চার চিকিৎসক সংগঠন। রবিবার ফের ধরনার পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এরপরই ১৮ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্মতলায় ধর্নার অনুমতি চেয়ে চিঠি দেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। তবে এই ধর্নায় অনুমতি মেলেনি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। ফলে চিঠিতে কাজ না হওয়ায় প্রায় বাধ্য হয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জুনিয়র ডাক্তাররা। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার শুনানির সম্ভাবনা।

আরজি কর কাণ্ডের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বাড়ছিল অসন্তোষ। গত শুক্রবার আরজি করের হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জামিন পাওয়ায় সেই অসন্তোষ নয়া মাত্রা পেয়েছে। জামিনের বিরোধিতা, সিবিআই-কে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার দাবিতে ধর্মতলায় ধরনায় বসার সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার মাসখানেক পর তথ্যপ্রমাণ আড়াল করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। পরে গ্রেপ্তার হন তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষও। তবে ঘটনার তদন্তে নেমে ৯০ দিনেও এই দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে না পারায় ১৩ ডিসেম্বর তাঁদের জামিন দেয় শিয়ালদা আদালত। আর তাতেই কার্যত খেপে উঠেছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, সিবিআইয়ের এই তদন্তে স্বচ্ছতা নেই।

ছেলেকে খুনের অভিযোগ বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জোড়াসাঁকোর যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। মৃত বছর পঁচিশের প্রশান্ত পাণ্ডে ওরফে শিবমের বাবা বিদ্যাশঙ্কর পাণ্ডের অভিযোগ তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মৃতের বাবা বিজয় যাদব নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সূত্রের খবর, বিজয় যাদব এলাকায় চায়ের দোকানে কাজ করে। এই বিজয় যাদব উত্তরপ্রদেশেরই বাসিন্দা। বিজয় অনেক দিন ধরেই শিবমকে বিরক্ত করত বলে অভিযোগ বাবা বিদ্যাশঙ্কর পাণ্ডের। জন্মদিনের পার্টির যে চারজন ছেলে ছিল তাদের সকলকেই গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃত এই চারজন হলেন রাম জনে, বিকাশ সাউ, সরবেয় তেওয়ারি ও বিট্টু। মৃতের বাবার অভিযোগ, বিজয় দোষী কিন্তু কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে বিজয়কে গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ। বাবার আরও অভিযোগ দরজা খোলা ছিল। মদের গ্লাস সাজিয়ে রাখা হয়, যাতে খুনের ঘটনা সামনে না আসে।

পার্থ-সহ পাঁচজনের জামিনের আবেদনের রায়দান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ পাঁচজনের জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে। তবে মঙ্গলবার রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি। শেষ শুনানিতেও পার্থদের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী তত্ত্ব তুলে ধরে সওয়াল করে সিবিআই। অন্যদিকে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, আর কতদিন ধরে তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই তা নিয়েও। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং অশোক কুমার সাহার জামিনের আবেদনের মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে।

সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জামিন চেয়ে অভিযুক্ত পাঁচজন আবেদন করেন। এর আগে পাঁচ অভিযুক্তের জামিনের আবেদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। জামিনের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জামিনের আবেদন খারিজ করেন বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। এরপর মামলা যায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর তৃতীয় বেঞ্চে।

এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে শেষ শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফ থেকে দাবি করা হয়, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। এই পাঁচজন এখনও প্রভাবশালী।' সঙ্গে এও জানানো হয়, 'বয়স হলেই ছাড়া পেয়ে যাবেন, এমন তো নয়। শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতিতে জড়িত এই পাঁচজন। যার প্রভাব পড়ে সমাজে।'

এরই প্রত্যুত্তরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিপ্রসাদ সিনহার আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় পাল্টা বলেন, 'কোর্টে বহুদিন ধরে মামলা চলছে। বিচারপতি দেবাংশু বসাক তদন্ত শেষ করতে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপরও তদন্ত চলছে। কতদিন ধরে তদন্ত চলবে।' দুই পক্ষের শেষ সওয়াল শোনার পর রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ নতুন বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর আইনজীবী তথা মানবাধিকার কর্মী রবীন্দ্র ঘোষ চিকিৎসার জন্য রবিবার রাতে ব্যারাকপুর আনন্দপুরী সি রোডে তাঁর পুত্রের বাড়িতে এসেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে ওপার বাংলার বর্ষীয়ান আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। সেখানে হাজির ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা শাখার প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ, বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, ২০২৬ সালে মমতা সরকার সরাতে না পারলে, বাংলা নতুন বাংলাদেশে

পরিণত হবে। এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উনি লড়াই করছেন। সাহসিকতার জন্য ওনাকে স্যালুট জানাই। তাছাড়া ওপার বাংলায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওনার লড়াই দেখে, নিশ্চিতভাবে গোটা পৃথিবীর মানুষ অনুপ্রাণিত হবেন। রবীন্দ্র বাবুর নিরাপত্তা নিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'উনি যতদিন এদেশে থাকবেন, ততদিন ওনাকে রাজ্য সরকারের তরফে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত। অন্যথায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে ওনার নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হবে।' রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'পশ্চিমবাংলাকে উনি বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন। কিন্তু ওনার বোঝা উচিত, এটা বাংলাদেশ নয়, এটা ভারতবর্ষ।' তাঁর দাবি, 'রবীন্দ্রবাবু ওপার বাংলায় সনাতনীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করছেন। কিন্ত বাংলায় তারা জেহাদিদের বিরুদ্ধে আইনি, বেআইনি সমস্ত ধরনের লড়াই করবেন।' দিঘায় জগন্নাথ মন্দির বানানো নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, 'পুরীর মন্দিরের নকল মন্দির কখনই করা যায় না। আসলে মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু ধর্মকে অপমান করছেন।' অপরদিকে কার্তিক মহারাজ বলেন, 'প্রতিনিয়ত আইনজীবী রবীন্দ্র বাবুর প্রাণ সংশয় রয়েছে। যদিও ঈশ্বরের করুণায় উনি এখনও বেঁচে আছেন। ওনার লড়াইয়ের পাশে সর্বদা থাকব।' তাঁর হুঁশিয়ারি, ওপার বাংলায় সনাতনীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে কলকাতায় তাঁরা ফের হাই কমিশন অফিস ঘেরাও করবেন। বর্ষীয়ান আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, তিনি তো দেশত্যাগ করেন নি। চিকিৎসার জন্য এদেশে এসেছেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের রক্ষার্থে তিনি আইনি লড়াই জারি রাখার বার্তা দিলেন। তাঁর কথায়, তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী। মানবাধিকার রক্ষায় ভারত সরকারকে এগিয়ে আসা উচিত। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই আগামী ২-রা জানুয়ারি চট্টগ্রাম আদালতে চিন্ময় প্রভুর হয়ে লড়বেন বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান এই আইনজীবী।

সম্পাদকীয়

অহেতুক অর্থ খরচ বন্ধ করে প্রান্তিক মানুষদের সাম্মানিকের দিকটা সরকারকে দেখতে হবে

সম্প্রতি মিড-ডে মিলের বরাদ্দ যৎসামান্য বাড়িয়ে, তা প্রচার করা হচ্ছে বড় করে। যার সঙ্গে বর্তমানের বাজারদরের কোনও সঙ্গতি নেই। এ টাকায় পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা, পেট ভরে খাওয়ানোও সম্ভব নয়। আবার যে মিড-ডে মিল কর্মীরা এই প্রকল্পকে চালু রেখেছেন, তাঁদের প্রতি বঞ্চনাও সীমাহীন। ২০০৯ সালে ১০০০, ২০১৩ সালে ১৫০০, এ বছর ২০০০ টাকা করে সাম্মানিক পাচ্ছেন এই কর্মীরা। তা-ও আবার মাত্র দশ মাস। এই টাকা কি তাঁদের কাজের উপযুক্ত মজুরি? এ রাজ্যের কর্মীরা দীর্ঘ দিন দাবি করে আসছেন তাঁদের সাম্মানিক সম্মানজনক হোক। অন্ততপক্ষে আইসিডিএস-এর রান্নার কর্মীদের মতো তাঁদের মাসিক সাম্মানিক ৬৩০০ টাকা এবং অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হোক। সরকারি কোষাগারে টাকা নেই, এই অজুহাতে তাঁদের দাবি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, কেউই কানে তুলছে না। কিছু কিছু রাজ্য সরকার অবশ্য এঁদের সাম্মানিক বেশি দিচ্ছে। এ ছাড়া নানা ধরনের ভাতা, অবসরকালীন টাকা, দুর্ঘটনা বিমা ইত্যাদি নানা রকমের সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ রাজ্যে কর্মীরা পাচ্ছেন মাত্র ২০০০ টাকা। অত্যন্ত বঞ্চনার সঙ্গে এঁদের কাজ করতে হয়। এঁদের কাজকে স্বেচ্ছাশ্রম বলা সামাজিক অন্যায়। পুজো, মেলা, ইত্যাদি নানান দান-খয়রাতিতে সরকারি কোষাগারের টাকা খরচ করা হয়, দুর্নীতি করে অর্থ নয়ছয় হওয়ার বিষয়ও আজ প্রকাশ্যে এসেছে। অথচ, এঁরা কাজ করলেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক এঁদের দেওয়া হয় না। দাবি ওঠা দরকার, অনুদান-খয়রাতি বন্ধ করে প্রান্তিক মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কথা বলে যাঁদের কাজে লাগানো হয়েছে, তাঁদের সাম্মানিক বাড়ানো হোক। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। শুধু মিড-ডে মিল নয়, আশা, পুর স্বাস্থ্যকর্মী (এইচএইচডব্লিউ) হিসেবেও মূলত মহিলাদের কাজ করানো হয়। এঁদের প্রতিও সরকারি বঞ্চনা সীমাহীন। এঁদের উপর কাজের বোঝা দিনের পর দিন বাড়ানো হচ্ছে। এই সব মহিলা-কর্মী সংসার, সন্তান পালন ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ করে থাকেন সংসারের অভাব অনটন মেটানোর জন্য। কিন্তু তাঁদের সাম্মানিক দেওয়া হয় নামমাত্র। এ ভাবে তাঁদের অসম্মান করা হচ্ছে না কি? এই বঞ্চনা ও অসম্মানের শীঘ্র প্রতিকার হোক।

শব্দবাণ-১৩৫

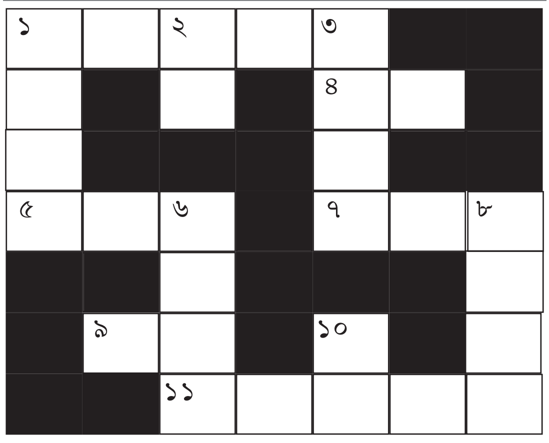

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পরামর্শ করবার পর ৪. মিনিট ৫. শাস্তিদান, শাসন ৭. পাওনা ৯. সর্ব, সমগ্র ১১. রান্নাঘর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. লড়াই করবার প্রবল বাসনা ২. স্ত্রী ৩. ঘরের মেঝে ৬. শিব ৮. অধৈর্য, অসন্তুষ্ট ১০. সুতোর সংখ্যা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩৪

পাশাপাশি: ১. নাক উঁচানো ৩. আমদ ৫. চষক ৭. জবাবি ৮. নধর ১০. পাশনস্বর।

উপর-নীচ: ১. নাজিম ২. চালচলন ৩. আনাজ ৪. দন্তবিকাশ ৬. কঠোর ৯. ধর্মের।

জন্মদিন

আজকের দিন

বরখা দত্ত

১৯২০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জ্যোতির্ময় বসুর জন্মদিন।*
১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাধারঞ্জন প্রামাণিকের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক বরখা দত্তের জন্মদিন।*

দেশভাগের রক্তক্ষরণ যে এখনও বন্ধ হয়নি বাংলাদেশের ভারতবিদ্বেষই তার প্রমাণ

স্বপনকুমার মণ্ডল

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের উপরে মৌলবাদীদের নৃশংসতা চরম আকার লাভ করা নিয়ে তীব্র বাদপ্রতিবাদের মধ্যেই যুদ্ধের দামামা যেন বেজে উঠেছে । পূর্ব পাকিস্তান জন্ম থেকেই ভারতবিদ্বেষী । একাত্তরের রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে উঠলেও পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের সেই ভারতবিদ্বেষ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের চাপে পড়লেও তার অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে জারি ছিল । সে দেশের রাজনৈতিক দলের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, ভারতবিরোধিতাই সে দেশের দেশপ্রেমের পরিচয়ে তীব্রতা লাভ করে । চব্বিশের অভ্যুত্থানে সেই ভারতবিদ্বেষী মনোভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে । ইতিমধ্যেই সে দেশের মৌলবাদী চেতনায় ক্ষমতা দখলের রণহুঙ্কার গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এবছর জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকেই চাকরিতে কোটাবিরোধী আন্দোলনের অছিলায় হাসিনা সরকারের উৎখাতে জারি হওয়া আন্দোলন থেকেই ইতিপূর্বের ভারতবিরোধিতা ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে । সেক্ষেত্রে সে দেশের সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের প্রতি দেশভাগের পর থেকে ধারাবাহিক বিদ্বেষী মনোভাব সেই অবকাশে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রকট হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা ভারতবিরোধিতার সঙ্গে জুড়ে যায় । সেদিক থেকে ৫ আগস্টে পরিকল্পিত গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের উৎখাতের সাফল্যে সেই ভারতবিরোধী ও হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করে । সেক্ষেত্রে উৎখাত হওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার আশ্রয় দেওয়ায় সে দেশের মৌলবাদীদের ভারতবিরোধী হিন্দুবিদ্বেষকে পুঁজি করে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেখানে ভারতের বিরোধিতা থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্বিচারে নৃশংস নিপীড়ন করাই সে দেশে দেশপ্রেমের পরিচয় মনে হয় । এজন্য পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের মধ্যে একদিকে দেশের জনমানসে ঐক্যবদ্ধ চেতনার বিস্তার ঘটানোর প্রয়াস, অন্যদিকে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির আয়োজন। সেখানে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্বিচারে বর্বরোচিত আক্রমণে বিশেষ সাফল্য না মিললেও দেশবাসীর একচ্ছত্র সমর্থন থেকে উল্টে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার চাপে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । সেক্ষেত্রে মৌলবাদীদের দিশাহীন ভারতবিদ্বেষ হিন্দু থেকে হিন্দুস্তানের দিকে লক্ষ্যভেদী উগ্রতায় ছুটে চলেছে । সে দেশে গণ অভ্যুত্থানের পর বাঙালি হিন্দুদের উপরে নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের মধ্যে মৌলবাদীরা শুধু ধর্মীয় অধিকার দেখেনি, তার নেপথ্যে ভারতীয় আধিপত্য বিস্তারের ভয়ও তাদের মনে জেগে উঠেছিল । এজন্য ইস্কনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারে শুধু ধর্মীয় পরিচয়ই সেখানে প্রাধান্য পায়নি, তার মধ্যে ভারতীয় আধিপত্য বিস্তারের চেতনাও সংযুক্ত রয়েছে । তাঁর নেতৃত্বে সে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতিবাদী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে চিন্ময়কৃষ্ণের প্রতি বাংলাদেশের মৌলবাদী সমর্থনপুষ্ট সরকারের শত্রুভাবাপন্নতাই স্বাভাবিক।

আসলে যার যত কম শক্তি,তার তত বেশি শক্তির আস্ফালন। এই আস্ফালনে শক্তি জাহিরের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে তার অস্তিত্ব সংকট। ভারতের শক্তিতে ভর করেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পেয়েও ভারতের কাছে পাকিস্তানের লজ্জাজনক পরাজয় ঘটে। সেক্ষেত্রে ভারতের সাহায্যপুষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের মধ্যে সে দেশের পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের কাছে ভারতের আধিপত্যকামী চেতনাতেই তাদের অভ্যুত্থানের মধ্যেও পরাধীনতার গ্লানিবোধ জেগে ওঠে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি নৃশংস প্রতিশোধ নিয়েও তা তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না। সেখানে তারা ভারতের আক্রমণের কোনওরকম খবর না থাকা সত্ত্বেও বিনা প্ররোচনায় স্বরচিত কল্পনায় ভর করে যুদ্ধ জয়ের আস্ফালনে মেতে উঠেছে।

আসলে যার যত কম শক্তি,তার তত বেশি শক্তির আস্ফালন । এই আস্ফালনে শক্তি জাহিরের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে তার অস্তিত্ব সংকট। ভারতের শক্তিতে ভর করেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পেয়েও ভারতের কাছে পাকিস্তানের লজ্জাজনক পরাজয় ঘটে। সেক্ষেত্রে ভারতের সাহায্যপুষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের মধ্যে সে দেশের পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের কাছে ভারতের আধিপত্যকামী চেতনাতেই তাদের অভ্যুত্থানের মধ্যেও পরাধীনতার গ্লানিবোধ জেগে ওঠে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি নৃশংস প্রতিশোধ নিয়েও তা তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না । সেখানে তারা ভারতের আক্রমণের কোনওরকম খবর না থাকা সত্ত্বেও বিনা প্ররোচনায় স্বরচিত কল্পনায় ভর করে যুদ্ধ জয়ের আস্ফালনে মেতে উঠেছে । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে কল্পনার লাগামহীন বিস্তার বেপরোয়া হয়ে ওঠে ।এজন্য চারদিনে কলকাতা দখল থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশ্যার আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন মুখে চলে আসে । শুধু তাই নয়, উত্তরপূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যকে নিয়ে বাংলাদেশ বিস্তারের পরিকল্পনাও সামনে চলে আসে । ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে, সুকুমার রায়ের ভাষায় ছিল বিড়াল, হয়ে গেল রুমাল । সে দেশের সংখ্যালঘুদের নির্বিচারে নৃশংস দমনপীড়নের প্রতিবাদে এপার বাংলার যখন বাঙালি হিন্দুদের প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, তখন তার পাল্টা হিসেবে আগুনে ঘৃতাহুতির মতো যেন ধর্মীয় বিদ্বেষের মুখে ক্ষমতা জাহিরের বুলি বুলেটে পরিণত হচ্ছে । সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যক্ষ মদতও কোনওরকম রাখঢাক না করে মৌলবাদীদের সঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, ৫ আগস্টে পরিবর্তিত সরকার যে আগের সরকারের মতো দুর্বল নয়, অনেক বেশি শক্তিশালী,তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা । একটার মৃত্যু হলে আগে চারটির পরিবর্তে এখন চল্লিশ জনের রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের প্রদর্শনী বলিষ্ঠ চেতনায় যুদ্ধং দেহি মনোভাব বেরিয়ে এসেছে । অথচ বাংলাদেশের নির্বিচারে নিপীড়িত বাঙালি হিন্দুদের ভয়ঙ্কর দশার কথা জেনেও ভারত সরকারের নীরবতার বিরুদ্ধেই বিশেষ করে এপার বাংলার বাঙালি হিন্দুর প্রতিবাদ গর্জে উঠেছে । অন্যদিকে বাংলাদেশের যুদ্ধ জয়ের কথা শুনে ভারতের সে দেশকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সক্রিয়তাও লক্ষ করা যায় । সেখানে কত সহজে, কত অল্প সময়ে বাংলাদেশকে পরাজিত করা যায়, তার প্রতিযোগিতা চলছে। শুধু তাই নয়, চ্যানেলে চ্যানেলে দুই দেশের সমরাস্ত্র ও সৈন্যের সংখ্যা দিয়ে তুলনা করে সেই তাচ্ছিল্য আরও প্রকট করা হচ্ছে । মনে হচ্ছে যেন সৈন্যরাই যুদ্ধ করে, দেশবাসীরা নীরবে দেখে। আসল যুদ্ধ তো হয় দেশবাসীদের মধ্যে । সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মান্ধতার শিকারে দেশবাসীর ট্র্যাজিক পরিণতি কখনওই কাঙ্ক্ষিত নয়।

ভারত চিরকাল যুদ্ধবিরোধী শান্তির দেশ। যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার পক্ষে তার আদর্শ অন্য দেশের কাছেও পাথেয়। আত্মরক্ষার জন্য তার যুদ্ধের আয়োজন । শুধু তাই নয়, এজন্য প্রতিবেশী দেশের পাশে দাঁড়ানোতেও তার নজির বর্তমান । স্বাধীন বাংলাদেশ তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । সেই দেশই আজ ভারতের সঙ্গে শুধু যুদ্ধ লিপ্ত হতে চায় না, তার দেহাংশ দখল করতেও চায়, ভাবা যায়! অথচ যুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার বা ক্ষমতা দখলে ভারত বরাবরই অহিংস নীতি মেনে চলেছে । ভারত যে ধর্মেরও দেশ। মানুষের ধর্মে তার অগাধ বিশ্বাস । মানুষের ধর্মের বিস্তার মানুষকে ভালোবাসায়,তাকে আপন করে নেওয়ায় । সবাইকে আপন করেই ভারতের মহাভারতের বিস্তার । সেখানে সহাবস্থানের মহত্ত্ব, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের গৌরব। ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়েও তার মানবিক অস্তিত্ব তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে তার পরিচয়কেই সমুন্নত করেছে । সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের সংখ্যালঘু বিদ্বেষই বলে দেয় তারা মানববিদ্বেষীও। মানুষের চেয়ে তাদের কাছে ধর্ম বড় হয়ে উঠেছে । অথচ সে ধর্ম ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিপক্ষের মানুষকে শত্রু বলে চিহ্নিত করে প্রতিশোধের আগুনে পোড়ায়, অন্য ধর্মের মানুষকে অস্বীকার করে, শত্রু বলে ধ্বংস করায় মেতে ওঠে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বকীয় ধর্মতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় । সেদিক থেকে

ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্ম ক্ষমতা দখলে নিঃস্ব হয়ে যায় । ক্ষমতা দখলের আয়োজনে ধর্মই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার । সেক্ষেত্রে ভারতের মানবধর্মের গৌরবান্বিত অস্তিত্বই যে মৌলবাদীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠবে,তা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না । অন্যদিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতবিরোধিতাই যে মৌলবাদীদের পুঁজি,তা এবার দেশের সন্তানসন্ততির মধ্যে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব গড়ে তোলার বা জনগণের মধ্যে যুদ্ধের জিগির জাগিয়ে অস্ত্রচালনার ট্রেনিং দেওয়ার প্ররোচনায় মধ্যেই প্রতীয়মান । সে দেশে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের নৃশংস অত্যাচার নেমে আসার নেপথ্যেও মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের মধ্যে ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় অত্যন্ত প্রকট । দেশভাগের রক্তক্ষরণ এখনও যে বন্ধ হয়নি !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভজিৎ বসাক

মুখেন মারিতং জগৎ

বাংলাদেশে সম্প্রতি সেখানে পূর্বতন সরকারের পতনের পরে শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে, যাদের মূল লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে দেশটির মানুষকে ব্যস্ত রাখা। সম্প্রতি সেই দেশের একজন প্রাক্তন সেনাকর্তা হুঙ্কার দিয়েছে যে বাংলাদেশ কলকাতা দখল নেবে এবং একইসাথে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যারও দখল নেবে। তারা নাকি এখন খুব শক্তিধর দেশ, ভারতকে মোটেই সমীহ করার কোনও প্রশ্নই নেই। এহেন বক্তব্য সময় অপচয়ের অংশ ছাড়া কিছুই নয়।

নথি ও তথ্য বলছে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও তারা ভারতের ওপরে অনেকাংশেই নির্ভরশীল। পূর্বতন আওয়ামী লিগের সরকার ভারতের সাথে সখ্যতা বজায় রাখতে কখনও কার্পণ্য করেনি কারণ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনে ভারতের অবদান ভুলে যায়নি তারা কখনোই। শান্তিতে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকার চলল তার বিপরীত পথে। তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৩.৭৫ যা হওয়ার কথা ছিল ৬.৬। আর সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ৯.৭। উল্টোদিকে ভারতের ২০২৪-২৫ সালে ভারতের প্রকৃত জিডিপি ৬.৫ - ৭.২ মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খুচরা মুদ্রাস্ফীতি ৬.৭ শতাংশ থেকে ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ক্রয় ক্ষমতা সমতা (পিপিপি) অনুযায়ী তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। অর্থাৎ বাংলদেশে অর্থনীতির হাল ক্রমশঃ নিম্নমুখী, মাথাপিছু আয় সেই দেশে ক্রমশঃ কমেছে ফলতঃ দেশবাসীকে ভারতবিরোধী মন্ত্রে ব্যস্ত রেখে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত আপাতত ইউনূস সরকার সেটা স্পষ্ট। এছাড়াও জীবনধারণের জন্যও ভারতকে তারা আজীবন পাশে পেয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ভারত থেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পণ্য আমদানি হয়। ভারত থেকে যেসব খাদ্যপণ্য আমদানি হয় দেশে তার মধ্যে রয়েছে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেলসহ ভোজ্যতেল, চাল, ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ, ফসলের বীজসহ কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও ভারতের ওপর বেশি নির্ভর করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশে বাৎসরিক পেঁয়াজের চাহিদার ৪০ আমদানি করতে হয়, যার ৯৫ আসে ভারত থেকে। এছাড়াও খাদ্যপণ্য নিয়ে আলোচনা বেশি হলেও ভারত থেকে বাংলাদেশ সর্বাধিক তুলা আমদানি করে যা পোশাক শিল্পে সুতা তৈরি হয়। দেশে সুতা আমদানির প্রায় ৮৫ আসে ভারত থেকে। সম্প্রতি বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় সীমান্ত পার করে ওপার বাংলায় প্রায় ১০০ টন চাল আমদানি করা হয়েছে। ভারত থেকে চাল আমদানি তুলনামূলক ভাবে সাশ্রয়ী হওয়ায় ভারত থেকে দেড় লাখ টন চাল আমদানিতে অনুমোদন দিয়েছে সেই দেশের তদারকি সরকার।

রইল পড়ে ভারতের ভূখণ্ড দখলের মতবাদ। সামরিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব; এই রকম আটটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি ‘লওয়ি ইনস্টিটিউট এশিয়া পাওয়ার ইনডেক্স’ এই তালিকা তৈরি করেছে যেখানে ভারত সারা বিশ্বের নিরীখে তৃতীয় শক্তিধর দেশ। তাদের আগে রয়েছে আমেরিকা ও চীন। সেখানে বাংলাদেশের সারা বিশ্বের নিরীখে ৩৭তম! এই সাফল্যের পিছনে তথ্য হিসাবে উঠে এসেছে যে ভারতের বলিষ্ঠ যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফলে ভবিষ্যতে এই যুব সম্প্রদায়ই দেশের শক্তিশালী সম্পদ হয়ে উঠবে এমনই ধারণা বিশ্বের অভিজ্ঞ মহলের।

একইসাথে এটা উল্লেখযোগ্য যে উন্নয়নশীল দেশ গঠনে একইসাথে জলবায়ু পরিবর্তনের মত বৈশ্বিক ভাবনাকে মাথায় রেখে চলার জন্য ঝ২০ আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়েছে (যা সম্প্রতি ঝ২১ সংস্থায় পরিণত হয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়ন যোগদানের ফলে) সেখানে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল দেশেরই যোগদানের ক্ষমতা রয়েছে যেখানে এশিয়ার তরফে ভারতের অবস্থান আর্থিক স্বচ্ছলতার নিরীখে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

যেখানে সারা বিশ্বে অর্থনীতি অনেকটা টালমাটাল সেখানে ভারত স্থিরতা বজায় রাখতে পেরেছে। ধর্মের নিরীখে একটা বিভাজন তৈরি করে এই স্থিরতা নষ্ট করার এক দুরভিসন্ধি কিছু শ্রেণী বজায় রাখলেও ভারতের পরোপকারী ভাবনাকেও ইউনূস সরকার প্রত্যাখ্যান করে চলতে পারে না। তাই হুঙ্কার স্বরূপ যতই মুখরোচক বক্তব্য প্রচারিত হোক, বিদ্বেষ ছড়িয়ে আর যাই হোক উন্নতিশীল দেশে যে পরিণত হওয়া অসম্ভব সেটা মনে রেখে ভারতকে কূটনৈতিকভাবেই সব এড়িয়ে চলতে হবে। গুরুত্বহীন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেওয়া সময়ের অপচয় ছাড়া সত্যিই কিছু নয়। এ অনেকটা বাস্তবকে হেলা করে মুখেন মারিতং জগৎ ছাড়া কিছুই নয়।।

জমি মাফিয়াদের প্রকাশ্যে দাপাদাপি, আইনত ব্যবস্থার আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরেও ডোন্ট কেয়ার নীতি জমি মাফিয়াদের! এবার লাঠি, বন্দুক নিয়ে জমি মাফিয়ার তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটে আসানসোল শহরের অভিযাত্রী এলাকায়। সামনে আসে জমি মাফিয়াদের হামলার সেই সিসিটিভি ফুটেজ। আসানসোল হিরাপুর থানার অন্তর্গত আপার হিলভিউ এলাকার ঘটনা।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, লাঠি ডান্ডা নিয়ে ৫০ - ৬০ জন আপার হিলভিউ এলাকায় একজনের বাড়ি ঘিরে রেখেছেন। জমি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই হামলা। উদ্দেশ্য জমি কেড়ে নেওয়া। ভিডিও ফুটেজে যার লক্ষ্য করা গিয়েছে তাতে হার হিম করার ঘটনা রীতিমতো মাফিয়াদের হাতে মার খেতে হচ্ছে স্থানীয়দের। এই ঘটনার পর এলাকার মানুষরা একজোট হয়ে হিরাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর পাশাপাশি আসানসোল উত্তরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী মলয় ঘটকের দ্বারস্থ হন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ওই বৈঠকে মন্ত্রী মলয় ঘটকও উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী নিজেই বলেছেন সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তিনি বলেন, 'আমি জেলাশাসককে নিজের প্যাডে চিঠি লিখে জানিয়েছি। যে এই জমি মাফিয়ারা যে জমিগুলো নিজের নামে করে নিয়েছে তা নিয়ে তিনি তদন্ত করুন এবং ওই এলাকায় একটি হেলথ সেন্টার তৈরি হবে বলে যে জায়গাটি সরকার চিহ্নিত করে রেখেছে এরকম ধরনের ঘটনা এই এলাকায় ঘটেছে কিনা এবং যদি তা ঘটে থাকে সেটা উদ্বিগ্নের বিষয়।' মন্ত্রীর কাছে সমগ্র ঘটনা প্রকৃত তদন্তের আশ্বাস পেয়ে আপাতত আশ্বস্ত এলাকাবাসী।

বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলের ভিতরেই শ্লীলতাহানি! এক নয়, একাধিক ছাত্রীর একই অভিযোগ। স্কুলে নতুন যোগ দেওয়া রোবোটিক্সের শিক্ষকের স্পর্শ যে খারাপ, তা বুঝতে পেরেছে ছাত্রীরা। স্কুলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ অভিভাবকদের।

হুগলির মগড়ার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ঘটনা। পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর অভিযোগে সামনে আসে বিষয়টি। তার অভিযোগ, রোবোটিক্স ক্লাসে খারাপ ভাবে স্পর্শ করেন এক শিক্ষক। বুঝতে পেরেই এই ঘটনার পর ছাত্রী তার মাকে বিষয়টি জানায়। ছাত্রীর পরিবার অন্যান্য কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেন। পরের দিনই তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানায়। ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, সব শুনেও স্কুল কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিভাবকের অভিযোগ ওই শিক্ষক আরও অনেক ছাত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করেন। এমনকী ছাত্রদেরকেও খারাপ ভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ রয়েছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বলতে গেলে স্কুল কোনও আলোচনা করতে চায়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। সোমবার মগরা থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রীর পরিবার। এক ছাত্রীর মা জানান, কখনও পুরো ক্লাসের মাঝেই খারাপ ভাবে স্পর্শ করেন ওই শিক্ষক, আবার ক্লাসে একা পেলে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন।

স্কুলের প্রিন্সিপাল কমল প্রীত কৌর বলেন, এই ঘটনা জানার পরই শিক্ষককে সরানো হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযোগ পাওয়ার পর ম্যানেজমেন্টকে আবারও জানানো হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কন্টেনারের চাকায় পিষ্ট, মৃত্যু ২ বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: বর্ধমান সিউড়ি ২-বি জাতীয় সড়কে কন্টেনারের চাকায় পিষে মৃত্যু হল দু'জন বাইক আরোহীর। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম সুবীর হালদার (২৭) ও অসীম দাস (২৮)। তাঁদের দু'জনের বাড়ি গুসকরা শহরের সুভাষপল্লি এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে আউশগ্রামের শিবদা বাসস্ট্যান্ডের কাছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এর জেরে সাময়িক ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বর্ধমান-সিউড়ি জাতীয় সড়ক। পরে গুসকরা ও ভাতার থানার বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে চড়ে গুসকরার সুভাষপল্লি এলাকার দু'জন যুবক জাতীয় সড়ক ধরে বর্ধমানের দিক থেকে গুসকরার দিকে আসছিলেন। হঠাৎই বাইকের ব্রেক কষায় তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে রাস্তার ওপরে উলটে পড়েন। সেই সময় পিছন থেকে আসা একটি বেপরোয়া কন্টেনার তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা জখম বাইক আরোহীদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে খোঁজ চালানো হচ্ছে।

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

আশীর্বাদ, ধাড়সা বিবেক ভিল, পোস্ট- জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া -৭১১১১২
ফোন: ৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৯৭৩২১৭৯৫৭৬
ল্যান্ড লাইন: ০৩৩-২৫৬৭৬২১২/৮২

স্বর্ণ অলঙ্কার অকশন নোটিশ

ক্র.নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	লোনের তারিখ	গ্রস ওজন
১	৩১০৫৯৫০০০০০০৩২৫৮	শ্রী অংশুমান রায়	০৬.০৩.২০২৪	৭৫.২০

অকশনের তারিখ: ৩০/১২/২০২৪ | **সময়:** বিকাল ৩.০০টে থেকে বিকাল ৪.০০টে

অকশনের স্থান: কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক, আশীর্বাদ, ধাড়সা বিবেক ভিল, পোস্ট-জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, ফোন- ৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৯৭৩২১৭৯৫৭৬ ল্যান্ড লাইন- ০৩৩-২৫৬৭৬২১২/৮২

দ্রষ্টব্য: যদি আমরা অকশনের তারিখে ক্রেতা না পাই তাহলে পরবর্তী কার্যদিবসে অকশন করা হবে।

স্থান: জগাছা — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
তারিখ: ১৮-১২-২০২৪ — ম্যানেজার-ব্রাঞ্চ হেড

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী) | **দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের উপর দাবি বিজ্ঞপ্তিরতারিখের পড় থেকে সুদ এবং দন্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে। ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমান খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. প্রতীকী দখলের তারিখ
১. **মেসার্স পার্ক টেলি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড** ৯/৮ নেতাজি নগর, থানা - নেতাজি নগর, ওয়ার্ড নং ৯৮, পোস্ট - রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২। ২. মেসার্স পার্ক টেলি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড এর ডিরেক্টর **শ্রী তীর্থঙ্কর ঘোষ** পিতা- মলয় কুমার ঘোষ, ৬/৪১ নেতাজি নগর, পোস্ট- রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২। ৩. মেসার্স পার্ক টেলি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড এর ডিরেক্টর **শ্রীমতী শ্রাবন্তী ঘোষ** স্বামী- তীর্থঙ্কর ঘোষ, ৬/৪১ নেতাজি নগর, পোস্ট- রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২। ৪. মেসার্স পার্ক টেলি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড এর ডিরেক্টর **শ্রী শুভেন্দু সরকার** পিতা- আশুতোষ সরকার, ৬/৪১ নেতাজি নগর, পোস্ট- রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২।	ক) **১,৫৪,৯০,৬৩০/- টাকা** (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র) লোন এ/সি নং ************৭০৪৯ এর অধীনে এবং **৯৪,২২,৩০৯.৮৩/- টাকা** (চুরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার তিনশো নয় টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র) লোন এ/সি নং ************* ৯২৪৭ অধীনে, ২০-০৫-২০১৯ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমানে ৩০.০৪.২০১৯ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) খ) **২০.০৫.২০১৯** গ) **১২.১২.২০২৪ (বাস্তবিক দখল)**

সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা

১. বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, যার পরিমাপ প্রায় ৯৭৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকা এবং উল্লিখিত বিল্ডিং এর মোট প্রায় ২২০ বর্গফুট পরিমাপের গাড়ি পার্কিং স্পেস এর মধ্যে প্রায় ১১০ বর্গফুট পরিমাপের একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস যার নং. ২, সেইসঙ্গে ১/৩৫ নেতাজি নগর কলোনি, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৭০/৩৯০ এন.এস.সি. বোস রোড, নেতাজি নগর কলোনি, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৯২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রেমিসেসের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার । প্রেমিসেসের সীমানা - **উত্তর :** ই.পি. নং ৭৫৩. // **পূর্ব:** কলোনি রোড, **দক্ষিণ:** কলোনি রোড (এআর-১৬ ফুট).// **পশ্চিম:** ই.পি. নং ৭১২।

২. বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ রোডের দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, যার পরিমাপ প্রায় ৪২৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকা এবং সেইসঙ্গে ১/৩৫ নেতাজি নগর কলোনি, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৭০/৩৯০ এন.এস.সি. বোস রোড, নেতাজি নগর কলোনি, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৯২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রেমিসেসের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার। প্রেমিসেসের সীমানা- **উত্তর :** ই.পি. নং ৭৫৩. // **পূর্ব:** কলোনি রোড, **দক্ষিণ:** কলোনি রোড (এআর-১৬ ফুট).// **পশ্চিম:** ই.পি. নং ৭১২।

৩. বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, যার পরিমাপ প্রায় ৫৫০ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকা এবং সেইসঙ্গে ১/৩৫ নেতাজি নগর কলোনি, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৭০/৩৯০ এন.এস.সি. বোস রোড, নেতাজি নগর কলোনি, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৯২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রেমিসেসের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার। প্রেমিসেসের সীমানা - **উত্তর:** ই.পি. নং ৭৫৩. // **পূর্ব:** কলোনি রোড, **দক্ষিণ:** কলোনি রোড (এআর-১৬ ফুট).// **পশ্চিম:** ই.পি. নং ৭১২।

তারিখ: ১৮.১২.২০২৪, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৩
ফোন-(০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে, আগামী **২২.০১.২০২৫ তারিখে, সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত** বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রী সুমন ঝা, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স রিয়া ফ্যাশন,** শ্রী সর্বজিৎ ঝা। অহনা রিজেন্সি, ফ্ল্যাট নং. সিডি/৪, ব্লক বি, বিবিডি রোড, পোস্ট - হিন্দমোটর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, ৭১২২৩৩. পঃবঃ. **শ্রীমতী সোনি ঝা,** স্বামী- সুমন ঝা, অহনা রিজেন্সি, ফ্ল্যাট নং. সিডি/৪, ব্লক বি, বিবিডি রোড, পোস্ট - হিন্দমোটর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, ৭১২২৩৩. পঃবঃ. এবং **মেসার্স রিয়া ফ্যাশন, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুমন ঝা,** পিতা-শ্রী সর্বজিৎ ঝা, ৩৮ নীলগঞ্জ রোড ওয়ার্ড নং ৮। কলকাতা- ৭০০১০৯, পঃবঃ. **শাখা: রাধাগোবিন্দনগর এবং কোন্নগর**	'অহনা রিজেন্সি' নামক বহুতল ভবনের ব্লক বি তে ৪র্থ ফ্লোরে কমবেশি ১২৮৮ বর্গ ফুট সুপার বিল্টআপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং সিডি/৪ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- কোতরং, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং- ১৪৪৯ খতিয়ান নং ১২৪৭ এর অধীনে এলআর দাগ নং ৩২৪৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩৮৩১, ওয়ার্ড নং ৬. উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা মধ্যে, হোল্ডিং নং ৩৭৫/সি/১৮ বি.বি.ডি. রোড, পোস্ট- হিন্দমোটর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলী, নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৩৮৪ সাল- ২০১৯ তারিখ- ৩১.০১.২০১৯, বই নং -আই, ভলিউম নং ০৬২১-২০১৮, পৃষ্ঠা১৭১৮৯ থেকে ১৭২১২ পর্যন্ত এডিএসআর উত্তরপাড়ায় সুমন ঝা এর নামে নিবন্ধিত। **[সম্পত্তিটি শ্রী সুমন ঝা এবং শ্রীমতী সোনি ঝা (এ/সি নং - ৫০৪৬৮৩২২১৬২) এর এইচবিএল-এ প্রাথমিক নিরাপত্তা এবং মেসার্স রিয়া ফ্যাশন এর এ/সি তে দ্বিতীয় চার্জ হিসাবে বন্ধক রাখা হয়েছে।]**	**৮৪,৯৬,৪৪৩.০০ টাকা** (চুরাশি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) (উপরের একাউন্ট এ বর্তমান সময় পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত) ১৭-১২-২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি ১৮.১২.২০২৪ থেকে আরও সুদ, তার উপর চার্জ এবং খরচ।	ক) **৩০,১৯,০০০/- টাকা (*)** (ত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) **৩,০১,৯০০/- টাকা** (তিন লক্ষ এক হাজার নয়শত টাকা মাত্র) গ) **২০,০০০/- টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50468322162 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের (https://baanknet.com) ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাশ, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. শ্রেয়া চক্রবর্তী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোঃ ৯৮৬১১৯৭৮৭৭)

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এরও প্রতি

তারিখ: ১৭.১২.২০২৪, স্থান: ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১) দেখুন]

ভগবানগোলা শাখা
পোস্ট- ভগবানগোলা , মহিষস্থলী, ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন -৭৪২১৩৫

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **৩১.০৮.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ভাঙ্গারি শপ (স্বত্বাধিকারী- জনাব আকবর আলী), জামিনদার তথা বন্ধকদাতা- মৃত আকবর আলীর সম্পত্তিতে (০৯.০৭.২০২৪ তারিখে মৃত) (বন্ধকদাতা তথা জামিনদার) আইনী উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মিসেস জরিনা বিবি** স্বামী- মরহুম আকবর আলী, **জামিনদার- মিসেস জরিনা বিবি,** স্বামী- মৃত আকবর আলী, ঠিকানা: গ্রাম- শ্যামপুর নুতনপাড়া, ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৫ আমাদের ভগবানগোলা শাখার সাথে, -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২৭,৯৯,৫০৪.০০ টাকা** (সাতাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো চার টাকা) **৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **১৭ ডিসেম্বর,** ২০২৪ তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **২৭,৯৯,৫০৪.০০ টাকা** (সাতাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো চার টাকা) **৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
জনাব আকবর আলী এর নামে পিতা- আলাউদ্দিন সেখ, কাঠামো সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ০৯.০৩.২০১৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং আই-২৮৩৭, এলাকা - ৩.৭৩ ডেসিমেল, খ নং এলার-৫৬৩৬, প্লট নং এলআর-৯০৬/১৯০১, মৌজা - বেলিয়াশ্যামপুর, জেএল নং ০৭, শ্রেণী - আবাসিক তথা বাণিজ্যিক, ভগবানগোলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, থানা- ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ। **উল্লিখিত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তর- আব্দুল হোসেন ও পিডব্লিউডি রোডের খালি জমি, দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া মাটির রাস্তা, পূর্ব- নিজের রাস্তা, পশ্চিম- সাবুদ সেখের বাড়ি।

তারিখ: ১৭.১২.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: ভগবানগোলা — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কাসিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড
পোস্ট ও থানা , বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কাসিমবাজার শাখা** -এর বকেয়া রাশি **৩৭,৯৭,০১২.০০ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার বারো টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৩৪,৮০,৮৪৪.০০ টাক + ৩,১৬,১৬৮.০০ টাকা) **১৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- জিনারুল ইসলাম,** গ্রাম- কালুপুর, পোস্ট - বিউচিতলা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ৩০২ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **১. ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- জিনারুল ইসলাম,** গ্রাম- কালুপুর, পোস্ট - বিউচিতলা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ৩০২। **২. জামিনদার তথা বন্ধকদাতা- জিনারুল ইসলাম,** পিতা- লোকমান সেখ, গ্রাম- কালুপুর, পোস্ট - বিউচিতলা, থানা - দৌলতাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ৩০২। **খ) কসিমবাজার শাখা**	জিনারুল ইসলামের নামে জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- দৌলতাবাদ, জেএল নং ১২৯, দাগ নং আরএস ও এলআর ১৫, খতিয়ান নং (সাবেক) ১১৪২, হাল ২৪২৭ ডিড অফ কনভেয়েন্সে নং ২০১২ সালের ৮৯৪৮ বই নং ১, ভলিউম নং ২৩ পৃষ্ঠা ৪২৭২ থেকে ৪২৮৩ -তে রেকর্ড করা হয়েছে. জমির এলাকা ১.৭৫ ডেসিমেল, গ্রাম- তেতুলতলা, পোস্ট ও থানা- দৌলাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০২। **চৌহদ্দি:** উত্তর - মঞ্জুরা বিবির বিল্ডিং, দক্ষিণ - মেটাল রোড, পূর্ব - আব্দুল রশিদের দোকান, পশ্চিম- ওদুত মন্ডলের জমি।	**৩৭,৯৭,০১২.০০ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার বারো টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৩৪,৮০,৮৪৪.০০ টাক + ৩,১৬,১৬৮.০০ টাকা) **১৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	ক) **১৩.৭০ লক্ষ টাকা (*)** (তেরো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) **১.৩৭ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30071723682** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের (https://baanknet.com) ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৭.১২.২০২৪ / স্থান : কাসিমবাজার — অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম জি
অ্যাকিউট রিটেইল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য আগ্রহ প্রকাশের জন্য আহ্বান
দোকান নং ২৭, ২য় তল, কৃষা আর্কেড, যশবন্ত শ্রুতি, খয়রা, বৈসর তাল.
এবং জেলা পালঘর, বৈসর, পালঘর - ৪০১৫০১ মহারাষ্ট্র -তে
তথ্য প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামগুলিতে অপারেটিং
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ -এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিশদ		
১.	প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অ্যাকিউট রিটেইল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড প্যান: AAFCA107Q সিআইএন: U70100MH2005PTC151972
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	দোকান নং ২৭, ২য় তল, কৃষা আর্কেড, যশবন্ত শ্রুতি, খয়রা, বৈসর তাল. এবং জেলা পালঘর, বৈসর, পালঘর - ৪০১৫০১ মহারাষ্ট্র
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিশদ	বিল্ডিং-জামশেদপুর পি অ্যান্ড এম মল বর্গফুট-৪২৯৪১, বিল্ডিং-চেন্নাই - ভিভিরা মল - বর্গফুট-৩৯৩৫৯, বিল্ডিং-ঔরঙ্গবাদ - প্রোজোন মল বর্গফুট-৫৮৩৫৩
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণ (সিডিউল সহ) সহ আরও বিশদ, ক্রেডিটরদের তালিকা ইউআরএল-এ পাওয়া যায়:	৩১ মার্চ, ২০২৪ ক্রেডিটরগণের তালিকা : https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U70100MH2005PTC151972
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে প্রস্তাবক আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা ইউআরএল-এ উপলব্ধ:	বিস্তারিত ইওআই এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের জন্য, দয়া করে যোগাযোগ করুন cirp.acute@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০২ জানুয়ারি, ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১২ জানুয়ারি, ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭ জানুয়ারি, ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৭ জানুয়ারি, ২০২৫
১৪.	মেমোরান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১৬.	এক্সপ্রেস অফ ইন্টারেস্ট দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.acute@gmail.com

তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ — স্বা/-
স্থান : মুম্বই শহরতলি — **রমেশ মুড্ডু শেট্টি**
IBBI/IPA-001/IP-P01444/2018-2019/12226
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
অ্যাকিউট রিটেইল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড -এর পক্ষে
৩০৪, যমুনা অ্যাপার্ট., গ্রীন ভিউ কমপ্লেক্স, নানসি কলোনি, বোরিভালি ইস্ট, মুম্বই সিটি, শহরতলি মহারাষ্ট্র - ৪০০০৬৬

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

সংশোধনী
গত ১৭.১২.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংশোধিতরূপ নিচে দেওয়া হল

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
বিষয়:- কোম্পানির সাধারণ শেয়ার বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করা হবে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ)-র ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে যেক্ষেত্রে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি/অদাবিকৃত আছে সাত বা তার বেশি বছর ধরে।

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ ("আইইপিএফ রুলস") সঙ্গে পঠিতব্য এবং যা কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা বিজ্ঞাপিত যার বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন সেই আইনের যা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও লভ্যাংশ অপ্রদেয়/অদাবিকৃত থাকে, সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তবে সেই অর্থ কোম্পানি ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি ("অথরিটি")-তে যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

কোম্পানির সদস্যগণকে জানানো হচ্ছে যে, যারা তাদের লভ্যাংশ সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য অর্থাৎ আর্থিক বর্ষ ২০১৭-১৮ (অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ) থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত নগদ করেননি, আইইপিএফ আইন অনুযায়ী তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের আক্ষরিক স্বাক্ষর সহ দাবি করুন লভ্যাংশ লিখিতভাবে যেখানে উল্লেখ থাকবে ফোলিও নং(সমূহ) অথবা ডিপি এবং ক্লায়েন্ট আইডি(সমূহ) এবং জমা করুন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড যারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট। ওই আবেদনে সঙ্গে জমা করতে হবে প্যান কার্ডের প্রতিলিপি, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, আধার কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল করা চেক। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা এবং তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশের প্রাসঙ্গিক বিশদ বিবরণ, কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ার ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.niccoparks.com -তে পাওয়া যাচ্ছে।

আইইপিএফ রুলস অনুযায়ী, যদি লভ্যাংশ সম্পর্কিত কোনও দাবি ১৮ মার্চ, ২০২৫-এর আগে জমা না করে থাকেন সেক্ষেত্রে কোম্পানি শেয়ারগুলি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে। এই বিষয়ে আর কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। শেয়ারগুলি ট্রান্সফারের পর সভ্যগণ ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আধিকারিকদের কাছ থেকে দাবি করতে পারবেন। বিশদের জন্য উপরে বর্ণিত কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ যদি থাকে সভ্যগণ কোম্পানির শেয়ার বিভাগে যোগাযোগ করুন (০৩৩)-৬৬২৮৫৫২৮/১৮ অথবা মেল করুন- rahul@niccoparks.com/ankit@niccoparks.com কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট:- নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড, ১৫/সি নরেশ মিত্র সরণি পূর্বতন, বেলতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৬, দূরভাষ- (০৩৩) ২৪১৯২৬৪১, ই-মেল- info@rdinfotech.net

সভ্যগণকে এই সম্পর্কিত কোম্পানির কাছ থেকে তাদের অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ দাবি করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
স্থান: কলকাতা — **এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট**
তারিখ: ১৬.১২.২০২৪ — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর প্রধান শাখা
৩১৫, নেতাজি রোড, পোস্ট - খাগড়া,
থানা - বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া **১৩,১৭,৪৬৫.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ সতেরো হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১২,৩৩,৩৮২.০০ টাকা + ৮৪,০৮৩.০০ টাকা) **১৬.১২.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা- শ্রী প্রণবেন্দু নন্দী,** পিতা- কৃষ্ণপদ নন্দী, ১৭৯, এ.সি. রোড, পোস্ট - খাগড়া, থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩ এছাড়াও এখানে- যোধপুর এস্টেট (ইন্দ্রপ্রস্থ) ফ্ল্যাট নং-এইচ, ৫ম ফ্লোরে, ২৪/১৫/১, জয় চাঁদ রোড, পোস্ট - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩- এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **১) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: শ্রী প্রণবেন্দু নন্দী,** পিতা- কৃষ্ণপদ নন্দী, ১৭৯, এ.সি. রোড, পোস্ট - খাগড়া, থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০৩ **এছাড়াও এখানে-** যোধপুর এস্টেট (ইন্দ্রপ্রস্থ) ফ্ল্যাট নং-এইচ, ৫ম ফ্লোরে, ২৪/১৫/১, জয় চাঁদ রোড, পোস্ট - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **২) জামিনদার: শ্রী মাধব ঘোষ,** পিতা-শ্রী তারাশঙ্কর ঘোষ যোধপুর এস্টেট (ইন্দ্রপ্রস্থ) ফ্ল্যাট নং-এইচ, ৫ম ফ্লোরে, ২৪/১৫/১, জয় চাঁদ রোড, পোস্ট - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **খ) বহরমপুর প্রধান শাখা**	মৌজা ৯৭ খাগড়ায় অবস্থিত ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার খতিয়ান নং আরএস ১৯৩৮, এলআর ১২২,১৮১,৩০০, ৫৯৭, ২৩৯, ৪৫৮, ৪৩৯ প্লট নং আরএস ১৯৫৯, এলআর ৩৬৪১, ফ্ল্যাট নং , এইচ, ৬৫৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া , ৫ম ফ্লোরে সহ ৪-হুইলার রাখার জন্য খোলা গ্যারেজ এবং এছাড়াও দুই চাকার পার্কিংয়ের জন্য ১০ বর্গফুট জায়গা গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৪/১৫/১ জয়চাঁদ রোড, পোস্ট-খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০৩ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে "যোধপুর এস্টেট" নামে বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নং ১২৫২৫ তারিখ - ০৭.১২.২০১৫, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১২০৩-২০১৫, পৃষ্ঠা ১২৮৫১৩ থেকে ১২৮৫১৩ পর্যন্ত এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত। **বিল্ডিংটির (যোধপুর এস্টেট) এর চৌহদ্দি:** উত্তর- অন্যান্য জমি, দক্ষিণ- ১৬ ফুট চওড়া রোড, পূর্ব- লেআউট প্লট নম্বর চ, পশ্চিম- অন্যান্য জমি।	**১৩,১৭,৪৬৫.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ সতেরো হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১২,৩৩,৩৮২.০০ টাকা + ৮৪,০৮৩.০০ টাকা) **১৬.১২.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	ক) **২১,০২,০০০.০০ টাকা (*)** (একুশ লক্ষ দুই হাজার টাকা মাত্র) খ) **২,১০,২০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ দশ হাজার দুইশত টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30174859696** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** সঙ্গে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের (https://baanknet.com) ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৬.১২.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda

এম.জি. রোড বজবজ শাখা
৫২৫, এম.জি. রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭
ফোন নং- (০৩৩) ২৪৭০-৫১০৮/১৫৬৬।
ইমেইল: dbbudg@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং- ৮১৩০০৬০০০০১৫৫৬

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, এম.জি. রোড, বজবজ শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৩.১০.২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী সৌরভ ঘোষ ও বিউটি ঘোষ ঠিকানা- বিমলা অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণ শ্যামপুর, বজবজ মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৭** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১০,১৫,৯৬৯.৫৫/- টাকা (দশ লক্ষ পনের হাজার নয়শো উনসত্তর টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)** ০২.১০.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধক্দাতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১০,১৫,৯৬৯.৫৫/- টাকা (দশ লক্ষ পনের হাজার নয়শো উনসত্তর টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)** ০২.১০.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ এবং অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ সহ বকেয়া টাকা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, এম.জি. রোড, বজবজ শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ-
জি +৪ তলা বিল্ডিং এর ১ম ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার হোল্ডিং নং এফ২- ১৮৭/১৩/১.এফ২-১৮৮/ ১৩/২.এফ২-১৮৬/ ১২/৩৪- বিবিটি রোড, ফ্ল্যাট নং ১বি সুপার বিল্ট আপ এলাকা বর্গ ফুট মৌজা- শ্যামপুরে জি+৪ বিল্ডিং -এ, দাগ নং ৮৮৯ (আরএস), ১১০৯ (এলআর), খতিয়ান নং ৬৩৯,৬৩৪, ১০৭৭, জেএল নং ৪৬, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ৩৫, থানা- মহেশতলা, মূল ডিড অফ কন্ভেয়েন্স ০৬৭৯৭/২০০৯ তারিখ- ১৮.০৬.২০০৯.
এখানে বর্ণিত সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে: বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, **দক্ষিণে:** কমন প্যাসেজ, **পূর্বে:** কমন প্যাসেজ, **পশ্চিমে:** শ্রী মদন দত্ত।
সম্পত্তিটি শ্রীমতী বিউটি ঘোষের নামে আছে।

তারিখ: ১৬.১২.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা — **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

বাংলার বাড়ি যোজনায় ঘর ৫৬ হাজার উত্তর ২৪ পরগনাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: কেন্দ্রের বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে উত্তর ২৪ পরগনায় 'বাংলার বাড়ি' যোজনায় ঘর পাচ্ছেন ৫৬ হাজারের বেশি মানুষ। ইতিমধ্যেই প্রথম ফেজের টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। চারটি ধাপে এই টাকা দেওয়া হবে বলে জেলা প্রশাসন সুত্রে খবর। এর মধ্যে প্রায় ১০ হাজার মানুষ 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' তে ফোন করে ঘর পাচ্ছেন।

আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়েছে এই অভিযোগ তুলে বাংলার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আজ পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমান করতে পারেনি কেন্দ্র সরকার। বারবার দিল্লিতে দরবার করেও বাংলার বিরুদ্ধের বঞ্চনার কোন সুরাহা হয়নি। রাজ্য বিজেপি চাপে বাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছিলো। কিন্তু রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করবেন।

'বাংলা বাড়ি' যোজনার নামে রাজ্য সরকারের অর্থে পাকা ঘরের ব্যবস্থা করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় 'বাংলা বাড়ি' যোজনার ঘরের টাকা পাচ্ছেন ৫৬, ২৭২ জন উপভোক্তা। এই যোজনায় দুর্নীতিকে জিরো টলারেন্স দিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোনও রাজনৈতিক রঙ না দেখে যোগ্য প্রাপকেরা যাতে এই যোজনা থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' ফোন নম্বরের ফোনে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানে ১৮ হাজারের বেশি মানুষ আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে চার হাজারের বেশি আবেদনকারীর খোঁজ মেলেনি। বাকিদের মধ্যে ৯৯৪৪ জন ঘর পাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অত্যন্ত স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সুত্রে জানানো হয়েছে। বিরোধীরা নানান কৌশলে মুখ্যমন্ত্রীর এই যোজনাকে কলুষিত করার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। যোগ্য প্রাপকেরা ঘর পেয়ে জেলাজুড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়জয়াকার করছেন।

দরিদ্র মানুষের দাবি, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের দিদি। তাই তিনি আমাদের দুঃখের কথা বুঝেছেন। বাংলার উন্নয়নে আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকেই চাই।'

ভুয়ো রেশন কার্ডে খাদ্যসামগ্রী তছরুপে অভিযুক্ত এক ডিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভুয়ো রেশন কার্ড তৈরি করে খাদ্যসামগ্রী তছরুপের অভিযোগ উঠল কালিয়াচকের এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে।

২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চার হাজারেরও বেশি ভুয়ো রেশন কার্ড তৈরি করে খাদ্যসামগ্রী লুঠের অভিযোগ কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুরবনা এলাকার রেশন ডিলার সৈফুদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা গণস্বাক্ষর করে মঙ্গলবার জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

কালিয়াচক ৩ ব্লকের গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুরবনা গ্রাম। এই এলাকার রেশন ডিলার সৈফুদ্দিন আহমেদ। ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভুয়ো রেশন কার্ড তৈরি করে ব্যাপক পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী লুঠ করেছেন ওই রেশন ডিলার বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে এলাকার বাসিন্দাদের। খাদ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে তারা দেখ তে পান প্রচুর ভুয়ো নাম রয়েছে ওই এলাকায় রেশন প্রাপকদের তালিকায়। যাদের বাড়িতে চারজন সদস্য রয়েছে তাদের বাড়িতে আটজন সদস্যের নামে রেশন কার্ড করা হয়েছে। তবে এরকম একটি দুটি নয় চার হাজারেরও বেশি ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে ওই ডিলারের কাছে বলে অভিযোগ। আর এই ব্যাপক দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে মালদা জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন রেশন ডিলারের ছেলে শামিম হাসান। তিনি বলেন এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি ষড়যন্ত্র করে তাঁদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে।

এই ঘটনায় জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কন্ট্রোলার শাশ্বত সুন্দর দাসকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

মেদিনীপুরে তৃণমূলকে আক্রমণ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার জেলা পার্টি অফিসে এক বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এআইসির সম্পাদক আম্বা প্রসাদ, প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, জেলা সভাপতি সমীর রায় সহ দলের জেলা নেতৃত্বরা।

জেলায় দলের সাংগঠনিক অবস্থা কোন স্তরে রয়েছে এবং আগামী দিনে কী কী কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে এদিনের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলায় দলের সাংগঠনিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি ব্লকের অঞ্চল এবং বুথগুলির সদস্য পরিসংখ্যান জানতে চান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। কংগ্রেস এ রাজ্যে আগামী দিনে আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে প্রদেশ সভাপতি সাংবাদিক বৈঠকে জানান। আরজিকর ইস্যু এবং সংসদে এক দেশ এক বিল পেশ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন আম্বা প্রসাদ।

শুভঙ্কর সরকার তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী হতে চান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেটাই চাইছেন। কিন্তু সংসদে আদানিদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস যখন কিছু বলতে চায় এবং সেই সঙ্গে আদানিদের গ্রেপ্তার দাবি করে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা আগামী প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেন, আমরা সাধারণ মানুষের কথা বলতে চাই। আদানির গ্রেপ্তারের দাবির সময় সংসদে তৃণমূল চুপ থাকে। কিন্তু তারা জানে, আদানিরা বন্দর নিয়ে নিয়েছে। যে বন্দর দিয়ে তেল ডাল ইত্যাদি আসে। এসব জানা সত্ত্বেও চুপ করে থাকে। কারণ আদানির প্রসাদ তারা পেয়ে গেছে।

প্রদেশ সভাপতি বলেন, 'এদিকে অভিষেক বড়াই করে বলছে আমরাই বিজেপিকে জব্দ করে রেখেছি। বিজেপিকে হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবটা হল তৃণমূলের জন্যই এ রাজ্যে বিজেপির এত বাড় বাড়ন্ত হয়েছে। যে বিজেপি বাংলায় ৪-৫ শতাংশ ভোট পেত, তৃণমূলের কল্যাণে এখন বিজেপির ভোট প্রায় ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ যা করতে পারেননি, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে করে দিয়েছেন। এটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়।'

রাজ্য এনওসি না দেওয়ায় আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই চার্জশিট পেশে অপারগ

দাবি অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রাজ্য সরকার এনওসি দেয়নি বলেই সিবিআই আদালতে চার্জশিট পেশ করতে পারেনি। মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা বাদ্যকর পাড়ায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এসে অগ্নিমিত্রা বলেন, দোষ সিবিআইয়ের নয়, রাজ্য সরকার এনওসি দেয়নি বলেই সিবিআই আদালতে চার্জশিট পেশ করতে পারেনি।

আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। অভয়ার বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছে সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দল থেকে ডাক্তারি পড়ুয়ারাও। সেই মুহূর্তে রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে সিবিআইয়ের ওপর তদন্তভার চেয়েছিল আপামর জনগণ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। আদালতের নির্দেশে অভয়া কাণ্ডের তদন্তের ভার পায় সিবিআই। তদন্তে নেমে অভিযোগের ভিত্তিতে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও সিভিক সঞ্জয় রায় গ্রেপ্তার হন।

তিলোত্তমার খুন ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। ঘটনার ৯০ দিন পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতের চার্জশিট পেশ করতে পারেনি সিবিআই। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিবিআই আদালতে চার্জশিট পেশ না করতে পারায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ঘটনার ৯০ দিনেও সিবিআই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করতে না পারায় দেশজুড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড়। সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন এমনকি তিলোত্তমার মা-বাবাও সিবিআইয়ের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআইয়ের হয়ে অন্য তথ্য দিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল।

কানা দ্বারকেশ্বর নদের সংস্কারের কাজ থমকানোয় ক্ষোভ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মৃতপ্রায় কানা দ্বারকেশ্বর নদের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগ নেয় সেচ দপ্তর। কিন্তু অজানা কারণে এই নদ সংস্কারের কাজ থমকে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ আরামবাগবাসীর। দ্রুত কানা দ্বারকেশ্বর নদ সংস্কারের দাবি তাদের।

প্রসঙ্গত, জবরদখলের সঙ্গে বর্জ্য ও কচুরিপানা জমে নদের প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তাই নদ বাঁচাতে নেওয়া হয় উদ্যোগ। গতিপথের সন্ধানে সার্ভের কাজে নামে মহকুমা সেচ দপ্তর। আরামবাগ মাস্টার প্লানের অন্তর্ভুক্ত এই শাখা নদের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হবে বলে জানা যায়। উপকৃত হবেন আরামবাগ শহর সহ মহকুমার লক্ষাধিক মানুষ। আরামবাগ শহরের বাইশ মাইল এলাকায় মূল দ্বারকেশ্বর নদ থেকে শাখা নদটি বেরিয়েছে। এলাকায় যা কানা দ্বারকেশ্বর নামে পরিচিত। কানা দ্বারকেশ্বরের বুক দিয়ে একসময় বইতো বিপুল জলরাশি। যার স্মৃতি চিহ্ন রয়ে গিয়েছে নদের চড়া পড়া জমিতে।

বর্তমানে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে এই খাল আঁকাবাঁকা পথে বইছে। শহরের ভিতর খালটি নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এই খাল সংস্কারের কাজ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়।আর সেই নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়েছে। খালটির উৎসমুখ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঁটার মোড়ে। শহরের ভিতর একাধিক জায়গায় খালের প্রবাহপথ হারিয়ে গেছে। যার সন্ধানেই শুরু হয় সার্ভের কাজ। শহর থেকে বেরিয়ে খালটি মিলেছে মলয়পুর খালে। সেই খাল খানাকুলের অরোরা খালে পড়ে রূপনারায়ণ নদে মিশেছে।

আরামবাগ মাস্টার প্লানের অন্তর্ভুক্ত কানা দ্বারকেশ্বরে, কানা মুন্ডেশ্বরী, ভোমরা, মলয়পুর ও অরোরা খালের বেশ কিছু অংশে সংস্কার হয়েছে। তবে শহরের ভিতর কানা দ্বারকেশ্বর বুজে যাওয়ায় খালের এই অংশের সংস্কারের কাজ সম্ভব হয়নি। জনবসতি ও দোকান বাজার বাড়ায় শহরের অধিকাংশ জায়গায় খালের অস্তিত্বই হারিয়ে গিয়েছে। নদীখাত দখল করে হয়েছে নির্মাণ। বর্জ্য ও জঞ্জালে বুজে গিয়েছে বহু

জায়গা। আরামবাগ শহরের একাধিক ওয়ার্ডের ড্রেনের নিকাশি জল এই খালে পড়ে। সেই জল খাল দিয়ে বের হতে পারছে না। খালের জমা জল থেকে ছড়াচ্ছে দূষণ রোগ ব্যাধি। দীর্ঘদিন ধরে শহরের বাসিন্দারা খালটির সংস্কারের দাবি তুলছেন।

শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাদ্দামবাবু বলেন, শহরের নিকাশি নালার জল এই খালে পড়ে। খাল বুজে যাওয়ায় জল খাল থেকে বার হতে পারছে না। যার জেরে অল্প বৃষ্টিতেই নর্দমার জল রাস্তা ও ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে পড়ে। অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এলাকার পরিবেশ। খালটি দ্রুত সংস্কার হওয়া দরকার। তা হলে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, 'মহকুমা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা কাজটি শুরু করেছি। শহর এলাকায় খালটির সঠিক গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে। সংস্কারের কাজ চলছে। তবে সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সংস্কারের কাজ করা হবে।'

অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়ায় অসমর্থ, সংবাদ মাধ্যমের খবরের জের

রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মেলেনি সরকারি সাহায্য। মেলেনি বিনামূল্যে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। কলকাতার সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভাড়া লাগবে ৩০০০ টাকা। গরিব দিনমজুর পরিবারের পক্ষে সেই টাকা জোগানোর সামর্থ্য না থাকায় ঘরেই বিছানায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের পাঁচড়া পশ্চিম পাড়ার তাপস মালিক নামের এক ব্যক্তি।

দীর্ঘদিন ধরেই তিনি কঠিন অসুখে ভুগছেন। বর্ধমান হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্যেই কলকাতায় আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য তাঁকে রেফার করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে যেতে পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুল্যান্স তিন হাজার টাকা ভাড়া দাবি করে বলে অভিযোগ পরিবারে। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে ভর্তির বেডের ব্যবস্থা করে দেওয়ার নামে ৮ হাজার টাকা দাবি করে বলে চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে পরিবার। গরিব পরিবার কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া জোগাড় করতে পারেনি। পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে থাকা অ্যাম্বুল্যান্স শুধুমাত্র টাকার অভাবে না পেয়ে ঘরেই ফেলে রাখতে হয় পরিবার। স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে সংসারে একমাত্র রোজগেরে তাপস মালিক। কিন্তু দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে কাজ না করতে পারায় এমনিতেই অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গোটা পরিবার। ভালো জায়গায় চিকিৎসা করার মত সামর্থ্য তার নেই। অ্যাম্বুলেন্স এর অভাবে এখন পাচ্ছেন না সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাও।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুল্যান্সের পরিষেবা না পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করলেও দেওয়া হয় না কোনও রশিদ। সরকারি রেটে গাড়ি পাওয়া যায় না। পঞ্চায়েতের এই অ্যাম্বুল্যান্স সরকারের নিয়ম মেনে চলে না বলে তাদের অভিযোগ। এই বিষয়ে অনেকেই পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

কোথাও কোনও ভাবে সহযোগিতা না পেয়ে এরপর বিষয়টি এলাকার মানুষ ও পরিবারের সদস্যরা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা ওই পরিবারের কথা ও তাঁদের অভাব অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের কাছে যেতেই তড়িঘড়ি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে পঞ্চায়েত। তড়িঘড়ি ওই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

জামালপুর এক নম্বর মণ্ডলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, পঞ্চায়েতে নিয়ম মেনে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া হয় না। তিনি দাবি জানিয়েছেন, গরিব দুস্থ পরিবারকে বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া হোক। অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে না পারার বিষয়টি শোনার পর পঞ্চায়েতের প্রধান বিকাশ পাকড়ে জানিয়েছেন, সরকারি পরিষেবা সমস্ত গ্রামবাসীদের জন্যই রয়েছে। তবে চালকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সামনে এসেছে তা তিনি খতিয়ে দেখবেন এবং গোটা বিষয়টি কেন করল তা জেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। প্রশ্ন উঠছে জামালপুরের ওই মুমূর্ষু রোগী দীর্ঘদিন বিছানায় শয্যাশায়ী থাকলেও কেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কানে যায়নি। আশাকর্মীরা বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখলেও, প্রশ্ন ওঠে আশাকর্মীরা সেই তথ্য স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে পৌঁছে দেননি। কিংবা আধিকারিক শুনলেও গুরুত্ব দেননি।

পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় বাংলাদেশ হতে চলেছে, দাবি অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: 'সময় এসেছে হিন্দুদের এক এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, নইলে আগামী দিনে আসন্ন বিপদ। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় বাংলাদেশ হতে চলেছে।' পাণ্ডবেশ্বরের বহুলা বাদ্যকর পাড়ায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এসে এমনই দাবি আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালের।

মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা বাদ্যকর পাড়ায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠান কর্মসূচি ছিল। এদিনের এই কর্মসূচিতে বিশেষ ভাবে অংশ নিয়েছিলেন বিজেপির আসানসোল দক্ষিণের বিদায়কা অগ্নিমিত্রা পাল। সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এসে বিস্ফোরক অগ্নিমিত্রা, তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের সংখ্যালঘু তত্ত্বকে সামনে সামনে এনে তিনি বললেন, এগুলো সব মুখ্যমন্ত্রীর একটা অ্যাজেন্ডা। তিনি বলেন, যখন ফিরহাদ হাকিম দাওয়াতি ইসলামের কথা বলেন, যখন বলেন যারা ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা সৌভাগ্যবান এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তা হলে আমরা হিন্দুরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?'

অগ্নিমিত্রা বলেন তৃণমূলের নেতার এই ধরনের মন্তব্যের পর মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কোনও রকম স্টেটমেন্ট আসে না। পাশাপাশি হুমায়ুন কবীর ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর হিন্দুদের প্রতি বিরূপ মন্তব্যের পরও মুখ্যমন্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অগ্নিমিত্রা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুধু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেন। কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেন, উনি কি সেন্ট মমতা ব্যানার্জি?

অগ্নমিত্রা বলেন, তৃণমূল নাকি দলের এক্স হ্যান্ডেলে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন বলে জানায়। অগ্নিমিত্রা কটাক্ষ করে জানান, এটা তৃণমূলের অ্যাজেন্ডা দলের নির্দেশেই এই ধরনের মন্তব্য করছেন দলের নেতারা। তাই এদিন দলের সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এসে অগ্নিমিত্রা হিন্দুদের একত্র হয়ে এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হিন্দুরা একমাত্র বিজেপিতেই সুরক্ষিত থাকতে পারে। হিন্দুদের একজোট হওয়ার প্রসঙ্গে অগ্রিমিত্রা জানান, এই মুহূর্তে হিন্দুরা একজোট না হলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হতে চলেছে।

ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, মহিলা ব্যক্তির যৌনাঙ্গ কাটলেন ব্লেডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে এক মহিলা যৌন লালসার শিকার বলে অভিযোগ। রেহাই পেতে ব্লেড দিয়ে ওই ব্যক্তির যৌনাঙ্গ কেটে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। শিউরে ওঠার মতো ঘটনাটি ঘটেছে কোন্নগর মনসাতলা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কোন্নগরে এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। আদতে তিনি চুঁচুড়ার বাসিন্দা। বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তি বিগত দুই বছর ধরে ভাড়া ছিলেন কোন্নগরে। সেখানেই এসি, টিভি রিপেয়ারিং এবং কিচেন চিমনি রিপেয়ারিংয়ের কাজ করতেন। জানা গিয়েছে, কিচেন চিমনি সারাতে গিয়ে উত্তরপাড়ার এক মহিলার সঙ্গে পরিচয়। অভিযোগ, সেই মহিলাকে সোমবার দুপুরে ইন্টারভিউর জন্য ডাকেন কোন্নগরের বাড়িতে। সাত হাজার টাকা বেতনে রিসেপশনিস্টের চাকরি দেওয়ার জন্য ডাকা হয় বলে দাবি ওই মহিলার। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলেন সেখানে। স্বামী বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। মহিলা ইন্টারভিউ দিতে ঘরে ঢোকেন।

এরপর স্থানীয় লোকজন শোরগোল শুনতে পেয়ে বাইরে আসেন। দেখতে পান এক মহিলা অর্ধনগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর জামা কাপড় ছেঁড়া। আর ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর যৌনাঙ্গ রক্তাক্ত। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। মহিলা ও তাঁর স্বামীকে উত্তরপাড়া থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। মহিলার অভিযোগ, তিনি ঘরে ঢুকতেই দরজার ছিটকিনি আটকে দেয় অভিযুক্ত। কেন দরজা বন্ধ করেছে জিজ্ঞেস করায় বলেন মশা ঢুকছে। মহিলা চেয়ারে বসে মোবাইল ঘাঁটতে থাকেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ নগ্ন হয়ে মহিলাকে জাপটে ধরেন। ধর্ষণের চেষ্টা করেন। মহিলা সেই সময় দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে তাঁর হাত থেকে বাঁচতে একটি ব্লেড নিয়ে তাঁর যৌনাঙ্গে চালিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করে বেরিয়ে আসেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ব্যক্তি শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণের চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মালদার আমকাঠের প্লাইউড রপ্তানি চিনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা থেকে আমকাঠের তৈরি প্লাইউড রপ্তানি শুরু হয়েছে চিনে। ফলে ভারত-চিন সম্পর্কের টানাপোড়েনে অবনতি থাকলেও এই বাণিজ্যে বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে বলেও মনে করছেন জেলার ব্যবসায়ী মহল। কারণ, একমাত্র মালদার আমগাছের কাঠ থেকেই নাকি নানান ধরনের প্লাইউডের নকশা তৈরি করা যায়। যা অন্য কোনও কাঠের তৈরি প্লাইউডের একাজ করা সম্ভব নয়। তাই এবার মালদা আম কাঠে নজর পড়েছে চিনা মার্কেটের। চিলে মালদার আমকাঠ থেকে তৈরি প্লাইউড রপ্তানি শুরু হতেই একগাল হাসি ফুটেছে কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের মধ্যে। কিন্তু জেলার পরিবেশবিদেরা এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পরিবেশবিদদের কথায়, মোটা টাকা লাভের জন্য আমবাগান কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জিটিআরআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে চিন ও ভারতের মধ্যে ১১৮.৮ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। সূই তুলনায় সামান্য পিছিয়ে রয়েছে আমেরিকা। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য হয়েছে ১০৮.৩ বিলিয়ন ডলার। আর এর মধ্যেই কিছুটা হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্র চিনের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে মালদা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মালদা শাখা সংগঠনের সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলেন, আসলে মালদার আমকাঠের মধ্যে এমন একটা গুণ রয়েছে, যা অন্যান্য গাছের কাঠ থেকে পাওয়া যায় না। এই কাঠের প্লাইউড এখন বিভিন্ন মিলগুলিতে তৈরি হচ্ছে। আর সেই প্লাইউডে যে কোনও ধরনের নকশা তৈরি করা সম্ভব। যা চিনের নজরে এসেছে। ইতিমধ্যে কয়েক কোটি টাকার ওপরে আমকাঠ থেকে তৈরি প্লাইউড চিনে রপ্তানি করেছেন রপ্তানিকারকরা।

মালদা জেলার কাষ্ঠ ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য শোভন বসু বলেন, 'আমগাছের কাঠ থেকে প্লাইউড অত্যন্ত টেকসই যদিও শাল, সেগুন গাছের প্লাইউড তৈরি হলেও সেই কাঠের মনমর্জির মতো নকশা সম্ভব নয়। যেটা আমকাঠের তৈরি প্লাইউডে সম্ভব। ফলে চিনা বাজারে মালদার আ গাছের গুরুত্ব ইতিমধ্যে বেড়ে গিয়েছে। তবে গাছ কাটার বিপক্ষে সব সময় আমাদের সংগঠন রয়েছে। একটি পূর্ণবয়স্ক আম গাছ কাটা হলে তার পরিবর্তে পাঁচটি আম গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু বলেন, '২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে এখনো পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকার মালদার আম কাঠের তৈরি প্লাইউড চিনে রপ্তানি হয়েছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো খবর। নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মালদায় এখন একাধিক প্লাইউডের কারখানা গড়ে উঠেছে। তবে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও নতুন আমবাগান তৈরি করার বার্তাও ব্যবসায়ী মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে।'

বারাসত বইমেলা গানে মাতালেন পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য যদি কোনও সহায়ক বই লাগে তবে যে কোনও সরকারি লাইব্রেরিতে গেলেই বিনামূল্যে সেই বই পাবে। মঙ্গলবার বারাসত পুরসভার উদ্যোগে তৃতীয় বর্ষ বারাসত বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

এই বইমেলা চলবে আগামী ২৩ তারিখ পর্যন্ত। প্রতিদিন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের বইমেলার উদ্বোধন করেন সনামধন্য কবি সৃজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, নিমাই ঘোষ, পুরপিতা চম্পক দাস, অরুণ ভৌমিক, সমীর তালুকদার, ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, ডাঃ বিবর্তন সাহা, ডিপিএসসির চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার।

সৃজাত বলেন, বিয়ের অনুষ্ঠান বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। এই উপহার একটি প্রজন্মের জন্য নয় অনেকগুলি প্রজন্মের জন্য হবে এই উপহার। বই হোক সকল মানুষের উপহার। এরপর রাতে সাংস্কৃতিক মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। একের পর এক সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রথম দিনের বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেন পর্যটন মন্ত্রী।

ব্রিসবেন এবং বাংলার 'আকাশে' স্বস্তি গম্ভীরদের !

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যাট কামিন্সকে গালির উপর দিয়ে আকাশ দীপ চারটা মারতেই ভারতের ফলো-অনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। ব্রিসবেনের সাজঘরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীরেরা। মঙ্গলবার অবিচ্ছিন্ন দশম উইকেটে যশপ্রীত বুমরা এবং আকাশের ৩৯ রানের জুটি ভারতীয় দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। দিনের খেলার শেষে লোকেশ রাহুলও কৃতিত্ব দিলেন দুই জোরে বোলারকে।

রোহিত শর্মাদের ফলো-অন করাতে পারলে ব্রিসবেন টেস্ট জিততেও পারতেন প্যাট কামিন্সেরা। বৃষ্টি পরিস্থিতি কঠিন করলেও অস্ট্রেলিয়ার জয়ের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে আসলে বুমরা-আকাশ জুটিই। কারণ, ভারত প্রথম ইনিংসে যত রানেই পিছিয়ে থাকুক, বুধবার অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে নামতেই হবে। বুমরা-আকাশের ব্যাট হাতে লড়াই ভারতের হারের সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। দুই সতীর্থকে কৃতিত্ব দিতে ভোলেননি রাহুলও।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বললেন, লোয়ার অর্ডার ব্যাটারেরা রান করলে সব সময়ই ভাল লাগে। দলের বৈঠকেও আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমাদের বোলারেরা ব্যাটিং নিয়েও অনেক পরিশ্রম করেছে। ওদের জুটি তারই ফল। বুমরা-আকাশের ছোট জুটিটার মূল্য অনেক। ফলো-অনের সম্ভাবনা না-থাকায় পরিস্থিতি এখন অন্য রকম।

রাহুল বলেছেন, বুধবারও ব্রিসবেনে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যেই আমাদের লড়াইয়ের উপায় খুঁজে নিতে হবে। নিঃসন্দেহে বুমরা আর আকাশের লড়াই আমাদের স্বস্তির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা যে ভাবে দিনটা শেষ করতে পেরেছি, সেটা ভালই।

ভারতের প্রথম সারির ব্যাটারদের মধ্যে ব্রিসবেনের ২২ গজে রাহুল (৮৪) ছাড়া কেউই রান পাননি। দলের ব্যাটিং আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল বলেও মেনে নিয়েছেন রাহুল। তবু তাঁর মুখে শুধুই দুই বোলারের প্রশংসা।

রাহুল বলেছেন, দিনের শেষ আধ ঘণ্টা দারুণ লড়াই হল। ওরা দু'জন শুধু রান করেনি বা পিচে সময় কাটায়নি। বাউন্সারগুলোও ভাল ভাবে সামলেছে। বলের পিছনে ব্যাট নিয়ে গিয়ে খেলার চেষ্টা করেছে। ভাল রক্ষণ করেছে। কয়েকটা ভাল শটও মেরেছে। সত্যিই ভাল ব্যাট করল ওরা। বুমরা আর আকাশের ব্যাটিং শুধু ওদের নয়, গোটা দলকেই আত্মবিশ্বাসী করবে।

ভারতীয় শিবিরও বুমরা এবং আকাশময়। ব্রিসবেন এবং বাংলার আকাশ স্বস্তি এনে দিয়েছে গম্ভীরদের।

সোমবার এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন বুমরাকে। তাঁকে এক বছর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা ইনিংসের কথা মনে করিয়ে দেন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কথায়-কাজে পার্থক্য নেই। অস্ট্রেলিয়ায় বল এবং ব্যাট হাতে রোহিত-কোহলিদের মান বাঁচাচ্ছেন বোলারেরাই।

কলকাতায় শুরু ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ক্যাম্পেইন

কলকাতা: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া দিল্লিতে 'ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ক্যাম্পেইন' চালু করেছেন। এ সময় তিনি উন্নত জাতি গঠনে ফিটনেসের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। দিল্লিতে আয়োজিত একটি জমকালো অনুষ্ঠানে, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, 'মোদীজির আহ্বানে, ২০১৯ সালে সারা দেশে 'ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন' শুরু হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য, ক্রীড়া অংশগ্রহণ এবং দেশীয় খেলাধুলার প্রচার করা যাতে দেশকে ক্রীড়া পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

সাইকেল চালানোর গুরুত্ব তুলে ধরে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে আমরা সাইক্লিং উত্সাহীদের সুবিধার জন্য এই প্রোগ্রামটি 'ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ক্যাম্পেইন' হিসাবে চালু করেছি, যা রবিবারেও করা যেতে পারে, এই প্রোগ্রামটির নাম 'সানডে অন সাইকেল'।

রবিবার, ডাক্তার, সাংবাদিক, শিক্ষক, কর্পোরেট পেশাদার এবং যুবকরা এক ঘন্টার সাইকেল যাত্রায় যোগ দেবেন, শুধুমাত্র নয়াদিল্লিতে নয়, দেশের সমস্ত অংশে। সাইকেল চালানো সবুজ পরিবেশ সুরক্ষা প্রচার করে; এটি দূষণের সমাধান এবং

স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ফিটনেস প্রচার করা এবং দূষণের উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করা মানুষকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে সাইকেল চালানোর জন্য উৎসাহিত করা।

এই প্রেক্ষাপটে, আঞ্চলিক কেন্দ্র কলকাতা 'ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ড্রাইভ' চালু করে একটি সুস্থ ও সবুজ ভারতের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অলিম্পিয়ান সঞ্জয় রাই, সুস্মিতা সিংহ রায় এবং সত্যজিৎ সংকৃত কলকাতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের অধীনে আয়োজিত ইভেন্টগুলি সাইক্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই), মাই ভারত এবং বিভিন্ন ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সংগঠিত হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জোর দিয়েছিলেন যে এই সাইক্লিং উদ্যোগ আমাদের দেশে সাইক্লিং সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করবে এবং একটি ফিটনেস-ভিত্তিক জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সাইকেল চালানোকে উত্সাহিত করবে।

প্রায় ৩০০ সাইক্লিং প্রেমী ৮ কিলোমিটার আনন্দ রাইডে অংশ নেন। ক্যাম্পেইনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র কলকাতা থেকে শুরু হয়ে সেন্ট্রাল পার্ক প্রদক্ষিণ করে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসে। ইভেন্টের উদ্দেশ্য ছিল সাইকেল চালানোকে একটি টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে প্রচার করা।

আঞ্চলিক কেন্দ্র, কলকাতার অধীনে ছয়টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেমন বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৯টি অন্যান্য স্থানে একযোগে অনুষ্ঠানটি সংগঠিত হয়েছিল। ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ড্রাইভ উদ্যোগকে প্রসারিত করতে এই রাজ্যগুলির সমস্ত অঞ্চল থেকে ১১০০ সাইকেলপ্রেমীরা ইভেন্টগুলিতে অংশ নিয়েছিল।

উদ্যোগটি অংশগ্রহণকারীদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে, ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের প্রভাবকে আরও বাড়িয়েছে এবং একটি সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য সাইকেল চালানোর বার্তাকে শক্তিশালী করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ২৮৬_২০২৪-২৫, তারিখ ১৬.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ** ঃ এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে ব্যান্ডেলে (০৩টি), মেমারিতে (০১টি) এবং বৈঁচিতে (০১টি) ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাংক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাংক প্রতিস্থাপনের কাজ। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৭,৮০,৯৫,০৮১.৮৩ টাকা। **বায়না অর্থ** ঃ ৫,৪০,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** ঃ শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান** ঃ ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-491/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৬৯-১৭১-২৪, তারিখ ১৭.১২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৬৯-২৪, তারিখ ১৭.১২.২০২৪;** দঃ পূঃ রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ/পুরুলিয়ার অধীনে বিভিন্ন স্টিল গার্ডার ব্রিজের (১৫ সংখ্যক) পাশে পথ এবং পরিদর্শনের মইয়ের সংস্থাপন; ২,৪৮,৯২,৫৯৮.৭৫ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৭০-২৪, তারিখ ১৭.১২.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে তালগড়িয়া-বোকারো স্টীল সিটির মধ্যে নতুন লাইন নির্মাণের জন্য অবশিষ্ট কাজ।; ৩,১১,৫৫,৫৬২.৬১ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১৭১-২৪, তারিখ ১৭.১২.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে পুরুলিয়া-কোটশিলা-রাজাবেরা, আনারা-রুকনি, মহুদা-চন্দ্রপুরা ও টিটি লাইন শাখায় ১৬টি লেভেল ক্রশিং গেট এবং আদ্রা-গোমো শাখায় ১৯টি লেভেল ক্রশিং গেটে গেট ব্যারিয়ার স্থানান্তর, দৃশ্যমানতা, রাস্তার উপরিতলের উন্নতি ও গেট লজ স্ট্যান্ডারাইজেশন দ্বারা স্ট্যান্ডারাইজেশন অফ লেভেল ক্রশিং; ৩,৩৭,৮৮,১৬৮.৫২ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০১.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** (PR-920)

Abridged form of e-NIT-12/SGP/2024-25, 13/SGP/2024-25, 14/SGP/2024-25, 15/SGP/2024-25, 16/SGP/2024-25
Circulations memo **no-145(3)/Sar/2024, 146(3)/Sar/2024, 147(3)/Sar/2024, 148(3)/Sar/2024, 149(3)/Sar/2024, for all dated-17.12.2024.** Online applications are hereby invited from intending bidders for 16 (Sixteen) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **27.12.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board. **(M) 9734013308**
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P Domkal, Murshidabad

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 1 no.Construction of guest house internal electrical work at Gangasagar mela campus & 1 no. sinking of tube well with submersible at Gangasagar mela camp (vide NIT NO.06 & 07). The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess is Rs**. 587094.00 & Rs. 349428.00** respectively. The last bid submission date is **30/12/2024 & 23/12/2024 till 06:00 pm.** Visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিততে ভারতকে বড় পরামর্শ দিলেন সৌরভ, রোহিতের পাশে থেকে প্রশংসা আকাশেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিততে পারে ভারত। এমনই সম্ভাবনার কথা জানালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ব্রিসবেন টেস্টে যেভাবে ভারত এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফলো-অন এড়িয়েছে তাতেও খুশি মহারাজ। প্রশংসা করলেন আকাশ দীপের। ব্রিসবেন টেস্ট ড্র হলে মেলবোর্ন টেস্টের আগে সিরিজ থাকবে ১-১। এই সিরিজে এখনও বাকি ২টি টেস্ট। সেই দুটি টেস্টই ভারত জিততে পারে বলে মনে করেন সৌরভ। তিনি বলেন, ২টি টেস্টে জেতা অসম্ভব কিছু নয়। তবে ব্যাটিংয়ে উন্নতি ঘটাতে হবে।

ভারতীয় ড্রেসিংরুমে আজ ফলো-অন বাঁচানোর যে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে তা নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন। সৌরভ অবশ্য এতে দোষের কিছু দেখছেন না। তিনি মনে

করেন, ব্রিসবেনে সিরিজ ১-১ ড্র রাখার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার ফলেই ওই ধরনের সেলিব্রেশন দেখা গিয়েছে। লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতরানের পর জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে আকাশ দীপের পার্টনারশিপে ভর করেই ভারত ফলো-অন বাঁচাতে পেরেছে ব্রিসবেনে। সৌরভ খুশি বাংলার আকাশের ব্যাটিং দেখে। বললেন, আকাশ ভালো ব্যাটিং করেছেন। বোলিংও ভালো করছেন। অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর কেরিয়ারে ইতিবাচক ভূমিকা নেবেন। আকাশ যে ভারতীয় দলে লম্বা রেসের ঘোড়া, সেটিও বুঝিয়ে দিলেন মহারাজ। রোহিত শর্মার টানা ব্যর্থতায় তাঁর উপর চাপ বাড়ছে। অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরাট কোহলিও অ্যাডিলেড ও ব্রিসবেনে হতাশ করেছেন। তবে ভারতের দুই মহাতারকার পাশেই রইলেন সৌরভ।

সৌরভ এদিন ইডেনে দাঁড়িয়ে বলেন, রাহুল ভালো খেলছেন। সে কারণেই রোহিত ছয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ছয়ে নেমেও নতুন বলে খেলতে হয়। আমিও ছয়ে ব্যাট করেছি বলেই জানি। তবে রোহিত তিনেও ব্যাট করতে নামতে পারেন। সিদ্ধান্ত অবশ্যই তাঁর ও টিম ম্যানেজমেন্টের।

বিরাট কোহলিকে নিয়ে সৌরভ বলেন, পারথে শতরান পেয়েছিলেন। তিনটি ইনিংসে প্রত্যাশিত রান আসেনি। এখনও সময় আছে। লম্বা সিরিজ। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় ইনিংসের পর আরও দুটি টেস্ট রয়েছে। ফলে বিরাট রানে ফিরবেন। ইডেন গার্ডেন্সের দুটি স্ট্যান্ড ঝুলন গোস্বামী এবং অশোক চক্র ও কীর্তি চক্র পাওয়া কর্নেল এনজে নায়ারের নামাঙ্কিত করা হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলেন সৌরভ। সৌরভ ও ঝুলনকে দেখা গিয়েছে দেবের খাদান ছবির প্রচারেও। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেব লিখেছেন, দাদা ইলেভেন বনাম খাদান ইলেভেন।

NOTICE
e- tender are invited for execution of different scheme under **PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No NIT no 15/PMKSY-WDC 2.0/10-NRM/2023-24/RNP Dated 16/12/2024** in the district Purulia . For details please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid **02/01/2025**.
Sd/-
Assistant Director of Agriculture Raghunathpur-I Block, & PIA, Utia & Senera Watershed, Purulia

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
আঞ্চলিক অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে, বাঁকুড়া, পিন , ৭২২১০১. পঃবঃ

এনআইটি নং- ৫৭৪২৩
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আঞ্চলিক অফিস বাঁকুড়ার অধীনে **ডিআরএম-এর অফিস, খড়গপুর শাখার** নতুন প্রেমিসেসে সিভিল মেরামতের কাজের জন্য যোগ্য দরদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন দরপত্র আহ্বান করছে। দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং অথবা **https://centralbank. abcprocure.com/EPROC/** দেখুন।
দরপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা **২৬.১২.২০২৪ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত।**
আঞ্চলিক প্রধান
আঞ্চলিক অফিস, বাঁকুড়া

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** Tender Notice No **1810, Dt. 03/12/2024** for Different Civil Works of this Municipality, Tender ID: **2024_MAD_786297_1 to 7**, Last Date of Bid Submission **06/01/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার অধীনে সিমেন্ট কংক্রিট কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তার উন্নতির জন্য **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (রোডস)**, এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে স্বনামধন্য, বিশ্বস্ত এবং একই ধরণের কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ঠিকাদারদের কাছ থেকে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ইই-২ বিভাগ / **https://wbtenders.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ- **০৪.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টাপর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার নোটিশ নং- **WB-HMC/NIT/ED/14/EE-II/24-25 তারিখ- ১৬-১২-২০২৪**
WB-HMC/NIT/ED/15/EE-II/24-25 তারিখ- ১৬-১২-২০২৪
১১৭(৩)/২৪-২৫
১৭-১২-২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অজিত ডোভাল, নজরে এলএসি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: চার বছর আগে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকার রক্তাক্ত স্মৃতি এখনও পুরোপুরি ফিকে হয়নি। তবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি)-র 'টহলদারির সীমানা' নির্ধারণ এবং মুখোমুখি অবস্থান থেকে সেনা পিছোনোর (ডিসএনগেজমেন্ট) বিষয়ে গত মাসে সমঝোতায় এসেছে নয়াদিল্লি এবং বেজিং। এই আবহে মঙ্গলবার চিনা বিদেশমন্ত্রী তথা বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠক করতে বেজিং পৌঁছেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের পরে এই প্রথম বার মুখোমুখি বৈঠক করছেন ডোভাল-ওয়াং। 'টহলদারির সীমানা' নির্ধারণ এবং ডিসএনগেজমেন্টের পালা শেষ হলেও এখনও পূর্ব লাদাখের এলএসিতে দু'পক্ষেরই বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিমালয়ের উচ্চ পর্বতক্ষেত্রে ভারতীয় সেনা এবং চিনা পিপল্স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র সংখ্যা কমানোর (ডিএসক্যালেশন) বিষয়ে দুই নেতার আলোচনা হবে বলে বিদেশ মন্ত্রকের

একটি সূত্রের খবর। যদিও সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে, সামগ্রিক ভাবে দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি আলোচনা করতেই চিন সফরে গিয়েছেন ডোভাল।

গত ২১ অক্টোবর বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছিলেন পূর্ব লাদাখের এলএসিতে বিবাদ নিরসনের বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক ঐকমত্য হয়েছে। এর পর চিনা বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র লিন জিয়ান একই কথা জানান। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির (ভারত, রাশিয়া, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা) শীর্ষবৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সীমান্ত পরিস্থিতি এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ বার ডোভাল-ওয়াং বৈঠকে লাদাখের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ড, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত মোট ৩৪৮৮ কিলোমিটার এলএসির বিভিন্ন 'মতবিরোধের ক্ষেত্র'গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে এলএসি পেরিয়ে পূর্ব লাদাখের বিভিন্ন এলাকায় অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছিল চিনা ফৌজের বিরুদ্ধে। উত্তেজনার আবহে ওই বছরের ১৫ জুন গালওয়ানে চিনা হামলায় নিহত হয়েছিলেন ২০ জন ভারতীয় সেনা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা হামলায় বেশ কয়েক জন চিনা সেনাও নিহত হয়েছিলেন। গালওয়ানকাণ্ডের পর থেকেই কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনে বৈঠক শুরু হয়েছিল। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে চুশুল-মলডো পয়েন্টে দুই সেনার কোর কমান্ডার স্তরের বৈঠকে এলএসির কিছু এলাকায় ডিসএনগেজমেন্ট কার্যকর হয়েছিল। চলতি বছরের নভেম্বরে সমাপ্ত হয় সেই প্রক্রিয়া।

২২ বছর পর পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরলেন মুম্বইয়ের হামিদা

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর: ভ্রমণ সংস্থার প্রতারণায় ২০০২ সালে পাকিস্তানে গিয়ে আটকে পড়েন। সেই থেকে সেখানেই বাস করছিলেন তরুণী হামিদা বানো। সে দিনের তরুণী এখন প্রৌঢ়া। শেষমেশ সোমবার ২২ বছর পর দেশে ফিরেছেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের বাসিন্দা হামিদা বানো রান্নার কাজ করতেন। ২০০২ সালে ভ্রমণ সংস্থার এক এজেন্ট তাঁকে দুবাইয়ে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদে নিয়ে যান। তার পর থেকে এত দিন সেখানেই থেকেছেন হামিদা। ২০২২ সালে ওয়ালিউল্লাহ মারুফ নামে স্থানীয় এক ইউটিউবার হামিদার কাহিনি ভিডিয়োর মাধ্যমে সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেন। কিছু দিনের মধ্যেই মারুফের ভিডিয়োটি দু'দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিয়োর সূত্র ধরেই ২২ বছর পর হামিদার খোঁজ পায় তাঁর পরিবার। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথাও হয় মেয়ে ইয়াসমিনের। শুরু হয়ে যায় হামিদাকে দেশে ফেরানোর তোড়জোড়। এক সরকারি আধিকারিক সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে ২২ বছর পর পা রাখেন দেশের মাটিতে। তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাক বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরাও।

স্বামীর মৃত্যুর পর মুম্বইয়ে রান্নার কাজ করে চার সন্তানকে বড় করছিলেন হামিদা। তার পর পাকিস্তান। দীর্ঘ ২২ বছরে বদলেছে অনেক কিছুই। মাঝে করাচির এক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় বার বিয়েও হয়েছে তাঁর। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় সেই স্বামীর মৃত্যু হয়। তার পর থেকে সৎ ছেলেকে নিয়ে করাচিতেই থাকতেন। দেশে ফিরে সংবাদ সংস্থাকে প্রৌঢ়া বলেন, 'কখনও ভাবিনি এই দিনটা দেখতে পাব! ঘরে ফেরার সব আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এত বছর পর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আনন্দ হচ্ছে!'

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 87/2024-25 & Memo No.: 2240, Date: 17.12.2024**, for **09 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **03.01.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide **Reference No. 516/M-II GP/2024, 517/M-II GP/2024, Date 16.12.2024** for 04 (Four) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **28.12.2024 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List	
2024_ZPHD_785696_1	2024_ZPHD_785616_1
2024_ZPHD_785696_2	2024_ZPHD_785616_2

Intending bidders are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Mil Stn Kankinara invites Sealed Tenders from ESM of Indian Armed Forces for est & running of "VEER SAINIK CAFE" set up under banner name of a Branded Eatery/Cake Shop in Mil Stn Kankinara (Main Campus) for Serving Mil Pers. Tender will be awarded to an ESM post detl scrutiny & pers Interview of the Participant ESM fulfilling all requisite Criteria & Parameters reqd for setting up of such a Cafeteria duly maint all standards, having obtained all reqd Permissions / Licenses in this regard. Last dt for submission of Tender is 20 Jan 25. Terms/Conditions & other detl info as may be reqd by Participant ESM may be obtained in pers from Stn HQ Kankinara.

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT
RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t.Tender **ID No. 2024_ZPHD_785608_1, 2024_ZPHD_785731_1, 2024_ZPHD_785813_1, 2024_ZPHD_785968_1, 2024_ZPHD_786154_1, 2024_ZPHD_786171_1, 2024_ZPHD_786197_1, 2024_ZPHD_786231_1,2024_ZPHD_786261_1, 2024_ZPHD_786324_1, 2024_ZPHD_786370_1.** Last date of tender dropping **24-12-2024 up to 10 A.M. and 31/12/2024 up to 10 AM,** and opening date of the tenders **26-12-2024 at 10.00 A.M.** and **02/01/2025** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT
DIAMOND HARBOUR-I BLOCK
DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS
On behalf of Basuldanga Grampanchayat of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 1829, 1830,1831 BGP TIED & UNTIED 37 Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram panchayat Dated **16/12/2024**
Details are available in the website **wb tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Basuldanga Gram Panchayat

প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে অস্বস্তিতে ট্রাম্প, ঘুষকাণ্ডে রেহাই নয় আদালতের

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৭ ডিসেম্বর: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার আগে অস্বস্তি বাড়ল ডোনাল্ড ট্রাম্পের। পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ট্রাম্প শাস্তি থেকে অব্যহতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে সে আর্জি খারিজ করে সোমবার আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, উনি রাষ্ট্রপতি পদে বসলেও রক্ষাকবচের কোনও প্রশ্নই নেই।

২০১৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিতর্কের সূত্রপাত তারও আগে। ২০০৬ সালে স্টর্মির সঙ্গে ট্রাম্পের যৌন সম্পর্ক হয়েছিল বলে দাবি। অভিযোগ, বিষয়টা চেপে দিতে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে স্টর্মিকে এক চুক্তিতে সই করানো হয়েছিল। এমনকী ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার ঘুষও দেওয়া হয়েছিল।

টাকা দিতে গিয়ে নথি জাল করারও অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের আইনজীবীর বিরুদ্ধে। তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্টর্মি যা অভিযোগ করেছেন, তা বার বারই খণ্ডন করেছেন বর্ষীয়ান নেতা। এর পরই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার। সেই সাজা খারিজের আবেদন জানান ট্রাম্পের আইনজীবীরা।

এই মামলায় আদালতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার কথা তুলে ধরেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা। যেখানে প্রেসিডেন্টদের অফিশিয়াল কাজকর্মের আইনি রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে। তবে বিচারক স্পষ্ট জানান, এই মামলার ক্ষেত্রে যে প্রমাণগুলি পাওয়া গিয়েছে, তা ব্যক্তিগত স্তরে নেওয়া সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে কোনও রক্ষাকবচ দেওয়া যাবে না।

e-Tender Notice
E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs.Etender Notice: 2024_ZPHD_785989_1, 2024_ZPHD_785972_1, 2024_ZPHD_785950_1, 2024_ZPHD_785925_1, 2024_ZPHD_785898_1, 2024_ZPHD_785869_1, 2024_ZPHD_785849_1, 2024_ZPHD_785817_1 Memo No. 433/Ganga/24-25 Dated-16.12.2024. More details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Ganganandapur G.P.
Bongaon Block, North 24 Pgs

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
Name of Work:- 1). CONSTRUCTION OF THE PROPOSED BOUNDARY WALL OF BIRNAGAR HIGH SCHOOL AT UTTARPARA BAZAR OF WARD NO-07 2). CONSTRUCTION OF THE PROPOSED APPAYAN COMMUNITY SEVA CENTRE AT NIRANJANNAGAR OF WARD NO-03, UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	WBMAD/BM/11e/2024-25 Memo No. 522/PWD Dt.16.12.2024	2024_MAD_785651_1	16.12.2024 at 04.00 PM	24-12-2024 at 03.55 pm
2	WBMAD/BM/12e/2024-25 Memo No. 523/PWD Dt. 16.12.2024	2024_MAD_785745 1	16.12.2024 at 04.00 PM	03-01-2025 at 03.55 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

অপরূপ কুমায়ুনমণ্ডলে কয়েকদিন

সুদর্শন নন্দী

দেবভূমি উত্তরাখন্ড। প্রাচীন ঋষিদের বাসভুমি ও সাধনক্ষেত্র থেকে সাধুদের তপস্যাভূমি অধ্যাত্ম্য-পরিপূর্ণ হিমালয়কে প্রকৃতি পরিবর্তিত করেছে একেবারে স্বর্গভূমিতে। বেড়াতে যাওয়া মানে প্রকৃতি দর্শন শুধু নয়, পূণ্যলোক দর্শনও। উত্তরাখণ্ড হল পাহাড়-পর্বত-অরণ্য ঘেরা হিমালয়ের কোল ; ঝর্না, নদী প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। দুটি ভাগে উত্তরাখণ্ড পর্যটনে যান পর্যটকরা। কুমায়ন অঞ্চল ও গাড়োয়াল অঞ্চল। আর বলাই বাহুল্য সর্ষে পায়ে বাঙালির ভ্রমণের অন্যতম আদর্শ স্থান হল তুষারশুভ্র হিমালয় । উত্তরাখণ্ডে যারা ভ্রমণে যান তাঁরা গাড়োয়ালমণ্ডল বা কুমায়ুনমণ্ডল আলাদা আলাদা ভাবেই সচরাচর যান। কারণ দীর্ঘদিন পাহাড় ভ্রমণে যাতায়ত অনেকের কাছে ক্লান্তিকর। তাই ট্যুর সংস্থাগুলিও হিমালয় ভ্রমণে দশ- এগারদিনের বেশি রাখে না। যারা কুমায়ুন বেড়াতে যান তারা নৈনিতাল, ভীমতাল, মুন্সিয়ারি, কৌসানি, রানিখেত, চৌকরি প্রভৃতি স্থান ঘুরে নেন। অনেকে যান আলমোড়াও। কিন্তু অনেকে মায়াবতী যেতে না পারলেও আলমোড়ায় দুটি দিন কাটান। বিভিন্ন নামীদামী পর্যটন সংস্থাও কুমায়ুন মণ্ডল ভ্রমণে আলমোড়া বা আলমোড়া ও মায়াবতী দুটি স্থান রাখেন । তবে অনেক পর্যটক পছন্দ করেন আলমোড়া আর মায়াবতী আলাদা করে যান কিছুদিন কাটাতে। আমাদের এই প্যাকেজ ট্যুরে স্বামীজির স্বপ্নভুমি অদ্বৈত আশ্রম মায়াবতী না থাকায় আমরা নিজেই নিজেদের খরচে সে জায়গা আগে ঘুরে পুরো টিমের সাথে মিলিত হই নৈনিতালে। আমরা দুই নবীন প্রবীণ নাগরিক সস্ত্রীক চারজন আলাদাভাবে গিয়েছিলাম বাঘ এক্সপ্রেসে কাঠগোদাম পর্যন্ত। বেশ কষ্টকর যাত্রা । প্রায় সত্তরটি স্টপেজ, চল্লিশ ঘণ্টার জার্নি আর প্যানট্রি কার নেই। যাইহোক আমরা কাঠগোদামে চার ঘণ্টা লেটে পৌঁছলাম, নেমে কারে করে রওনা হলাম মায়াবতীর উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থা ব্যবস্থা করেছিলাম মায়াবতীর নয় কিলোমিটার আগে লোহাঘাটে । ছ-সাত ঘণ্টার যাত্রা কাঠগোদাম থেকে মায়াবতী । পাশাপাশি কোন গ্রাম নেই, শুধুই নির্জনতা ।স্বামীজী এরকম একটি নির্জন স্থান চেয়েছিলেন যেখানে তিনি ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ধ্যান করবেন ও অদ্বৈততত্ব সাধনা করবেন। সে এক অন্য ইতিহাস। ছোট পরিসরে সেই আশ্রম এবং পাশাপাশি হাসপাতাল, স্বামীজীর প্রিয় ইংরেজি ম্যাগাজিন প্রবুদ্ধ ভারতের অফিস, ধ্যান কেন্দ্র, গোশালা, স্বামীজী যে সরবোরে হাঁটতেন সেই সরোবর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গেলাম স্বামী স্বরূপানন্দ যেখানে ধ্যান করতেন সেই কেন্দ্রেও। চারিদিকে ঘন গাছ-গাছালি, দূরে অপূর্ব পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখলে এমনিতেই আধ্যাত্মিক ভাবনা মন ও হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

আশ্রমের মহারাজ দুপুরে আহারের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা গ্রহণ করে এবার বেরিয়ে পড়লাম নৈনিতালের উদ্দেশ্যে। নৈনিতাল থেকে শুরু হবে আমাদের গ্রুপ বা প্যাকেজ ট্যুর। অরণ্য, পাহাড় নদী ছোট ছোট জনপদ পেরিয়ে আমরা বিকেলে পৌঁছলাম নৈনিতাল। হোটেলে মিললাম বাকি পর্যটকদের সঙ্গে। পরের দিন থেকে শুরু হবে টানা কুমায়ুন দর্শন। বরাদ্দ তিনটি গাড়ি। সাথে রাঁধুনি থাকায় খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। দুদিন ছিলাম নৈনিতালে। পর্যটকদের বেশির ভাগই বাঙালি। হিমালয়ের কোলে জনপ্রিয় শৈলশহর নৈনিতাল। দুহাজার মিটার উঁচু। প্রধান আকর্ষণ পাহাড় ঘেরা নৈনিলেক। শুধু লেকের পাশে বসে প্রকৃতির দান দেখলেই একটি দিন নিমেষে কেটে যায়। লেকে রয়েছে বোটিং ,এর সুবিধা। লেকের উত্তর দিকে নয়না দেবীর মন্দির। এখানে সতীর চোখ অর্থাৎ নয়ন পড়েছিল। দক্ষিণে হনুমান মন্দির। লেকের ধারে রয়েছে গুরুদ্বার, বড় মসজিদ, বিশাল মাঠ এবং বাজার। অনেকে পাহাড় ঘেরা স্নো-ভিউ পিক পয়েন্টে আসেন ঘোড়া বা রোপ ওয়েতে। আবার নয়না পিক থেকে দেখা যায় সূর্যোদয়। ঘুরে আসা যায় জি বি পন্থ চিড়িয়াখানাটিও। এখানে তুষার চিতা, হিমালয়ের কালো ভালুক, সাইবেরিয়ান বাঘ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

পরের দিন ঘুরলাম নৈনিতাল থেকে বাইশ থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে ভীমতাল, সাততাল, নউকুচিতাল। দেখার মতো হ্রদ সাততাল। ভীমতাল ২২ কিলোমিটার দূরে। কথিত আছে মহাভারতের ভীমের নামেই এই হ্রদ। পাশেই রয়েছে ভীমেশ্বর মহাদেব মন্দির। হ্রদের মাঝে রয়েছে হোটেল ।স্বল্প দূরে সাতটি হ্রদ বা তাল নিয়ে নয়নাভিরাম স্থান সাততাল। আছে বোটিং এর ব্যবস্থা। নউকুচিতাল নৈনিতাল থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে। নয়টি কোণ বিশিষ্ট এই হ্রদটিতে বিভিন্ন পাখি ও প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায় ।

দুদিন এসব স্থান দেখা হলে আমরা তৃতীয় দিনে নৈনিতাল থেকে রওনা দিলাম কৌশানির দিকে সেখানে এক রাত থাকা হবে। যেতে যেতে দেখলাম রাণীখেত । এখানে রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট, নাগা রেজিমেন্টের সংগ্রহশালাটি দেখার মতো। এছাড়া দেখলাম ঝুলা দেবী মন্দির, মনকামেশ্বর মন্দির, কালি মন্দির, গলফ গ্রাউন্ড প্রভৃতি। সেখানেই লাঞ্চ সারা হল। রাণীখেত নৈনিতাল থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে। থাকার প্রোগ্রাম নেই আমাদের। ছিলাম কৌশানিতে। সেখানে দেখলাম গান্ধীজীর স্মৃতি বিজড়িত অনাসক্তি আশ্রম, গেলাম চা বাগানে। কৌশানি থেকে সূর্যোদয় দেখা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এখান থেকে দেখা যায় কামেট , ত্রিশুল, নন্দা দেবি, নন্দা কোট, নন্দা খাত, পঞ্চচুল্লির পঞ্চ শিখর । তবে আকাশ পরিষ্কার না থাকায় আমরা বঞ্চিত ছিলাম সে দৃশ্য থেকে।

এবার কৌশানি থেকে রওনা দিলাম ৯৬ কিলোমিটার দূরে পিথরোগড় জেলার প্রাচীন মহকুমা শহর মুন্সিয়ারিতে। ২৩০০ মিটার উঁচু মুন্সিয়ারি থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গ দর্শন পর্যটকদের কাছে এক অমুল্য প্রাপ্তি বলা যায়। দেখলাম গোমতি নদীর ধারে বিখ্যাত বৈজনাথ মন্দির। পাশের জলাশয়ে কিলবিল করা অসংখ্য মাছের সমাবেশ পর্যটকদের দৃষ্টি এড়ায় না।

আমাদের পথচলার সাথেই উপভোগ করলাম পাশে থাকা গৌরিগঙ্গা নদীর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য । সূর্য ওঠার পর এখান থেকে তুষারশুভ্র পঞ্চচুল্লির চুড়োগুলি সময়ে সময়ে রং বদলায় যা দেখার মতো। এখানে দেখলাম বিখ্যাত নন্দাদেবীর মন্দির, মিউজিয়াম প্রভৃতি। নন্দাদেবী মন্দির প্রাঙ্গনের সবুজ চত্বর এবং সেখান থেকে হিমালয়ের শৃঙ্গ দর্শন পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা। এখান থেকে পর্যটকরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্যই উপভোগ করতে পারেন।

এবার মুন্সিয়ারি থেকে গেলাম চকৌরি । আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা আর ছোট ছোট জনপদ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম নয়নাভিরাম বিরথি ফলস। চকৌরিতে সকালে দেখলাম কমলারঙের বর্ণচ্ছটাময় আকাশে সূর্যোদয়। ঘুরলাম চা বাগানে। বাগানটি এখন পরিত্যক্ত হলেও এক সময় বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল চা বাগান। এরপর আমাদের গন্তব্য আলমোড়া। এই পথে আমরা দেখলাম পাতালভুবনেশ্বর মন্দির। সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে এই মহাদেবকে দর্শন করতে হয়। মন্দির থেকে গাছ গাছালির প্রাকৃতিক সম্ভার দেখার মতো। এছাড়া দেখলাম দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ-এর অষ্টম লিঙ্গ জাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রাঙ্গনে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য মন্দির। মন্দির দর্শন করে দেখে নিলাম পুরাতত্ব বিভাগের সংগ্রহশালাটি। প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিতে ঋদ্ধ এই সংগ্রহশালাটি। এবার পৌঁছে গেলাম জনবহুল প্রাচীন শহর আলমোড়া। শহরটি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত। এখানে দুদিন ছিলাম। একদিন বিনসর। গভীর অরণ্যের স্বাদ নিলাম বিনসরে। আরেকদিন ঘুরলাম কুমায়নের জাগ্রত দেবী নন্দাদেবী মন্দির। দেখলাম রামকৃষ্ণ কুটির, কাসারদেবীর মন্দির । সেখানে স্বামীজী ধ্যান করেছিলেন , উদ্ভাসিত হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক আলোয় । দেখলাম শ্রী সারদা মঠ, ঘুরলাম রঘুনাথ মন্দির চত্বর যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সুযোগ হয়েছিল লালা বদ্রি শাহ-র সেই ঘরটি দেখার যেখানে স্বামীজী ছিলেন দুবার। প্রসঙ্গত জানাই, এই আলমোড়ায় রয়েছে বাঙালি কৃষি বিজ্ঞানী , ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ভক্ত ডঃ বশীশ্বর সেনের হাতে তৈরি ভারতের গর্ব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি (বিবেকানন্দ পার্বত্য কৃষি অনুসন্ধান সংস্থান) যার সূচনা হয়েছিল বাগবাজারের এক ছোট কক্ষে। ডঃ বশীশ্বর সেনের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। বশীশ্বরের বাড়িতে জয়রামবাটি থেকে ট্রেনে কলকাতা যাবার পথে মা সারদা বিশ্রাম নিতেন। তাই আলমোড়ার সাথে বাঙালির একটা আলাদা টান ও আবেগ রয়ে গেছে। যাই হোক আমরা আলমোড়ার প্রায় সমস্ত কিছু দেখে চলে এলাম কাঠগোদামে। সেখান থেকে আবার আতঙ্কের বাঘ এক্সপ্রেস ধরে রওনা দিলাম গৃহাভিমুখে।

আসা যাওয়া থাকা

হাওড়া থেকে লালকুয়া, হলদিয়ানি বা কাঠগোদাম গিয়ে কারে করে নৈনিতালে পৌঁছন। প্রতিদিন ট্রেন রয়েছে হাওড়া থেকে বাঘ এক্সপ্রেস (১৩০১৯)। অনেক সময় নেয় ট্রেনটি। প্যানট্রি কার নেই। কম সময়ে সাপ্তাহিক লালকুয়া এক্সপ্রেসে (১২৩৫৩) যেতে পারেন । অন্যভাবে, একটু খরচ হলেও দিল্লী ফ্লাইটে বা রাজধানীতে গিয়ে সেখান থেকে শতাব্দী, সম্পর্কক্রান্তি বা রানিখেত এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে এলে সুবিধার । সেখান থেকে বাস , শেয়ার গাড়ি, কার সব পাবেন নৈনিতাল পর্যন্ত। আবার লখনউ হয়ে টনকপুর গিয়ে সেখান থেকে উল্টোদিক ধরে মায়াবতী, লোহাঘাট , আলমোড়া , চকৌরি, মুন্সিয়ারি, কৌশানি, নৈনিতাল হয়ে দেখে কাঠগোদাম হয়ে ফিরতে পারেন।

তবে এতো ঘোরার ট্যুর কোন ট্যুর সংস্থার প্যাকেজে এলেই সুবিধা। আসা যাওয়া, থাকা খাওয়া, ঘোরা কোন টেনশেন নিতে হয় না।

এখানে গাড়ি ভাড়া প্রতিদিন চার হাজার টাকার মতো। থাকার জন্য রয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের থাকার জায়গা। কোলকাতা অফিস- ৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড, পদ্মপুকুর, কোলকাতা , ২৫, ফোন-০৩৩-২৪৮৬৮২৯৫ । নিগমের নৈনিতালের হোটেল:
সুখতাল-০৫৯৪২-২৩৫৪০০,
স্নো ভিউ-০৫৯৪২-২৩৮৫৭০,
প্রাইভেট হোটেল:
প্রিন্স-০৯৮৩০৩৭১৭৪৪,
রিজেন্সি-০৯৮৯৭২০৯৯৩৩,
ওয়েলকাম পার্ক-০৫৯৪২-২২০৪০২।

শীতে ঘুরতে যাওয়ার আগে কয়েকটা দরকারি টিপস

শুভাশিস বিশ্বাস

জানুয়ারিতে তাপমাত্রার পারদ বেশ একটু নিচের দিকেই থাকে। অর্থাৎ জাঁকিয়ে শীত থাকবে এই সময়টায়। তবে তাতে ভ্রমণ পিপাসুদের কিচ্ছু যায় আসেনা। কারণ, শীত কি আর তাঁদের ঘরে বসে থাকা আটকাতে পারে! বরং শীতে ভ্রমণ আরও সুখকর হয় বলেই সবাই খুঁজে নেন নিজ নিজ গন্তব্য । তবে একটা কথা না বললেই নয়, শীতকালে ভ্রমণে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হয় প্রত্যেককেই। আর সেই কারণে প্রস্তুতিটাও নিতে হবে এক্কেবারে সঠিক ভাবে। ভ্রমণের আগে সঠিক এই প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে ভ্রমণ কতটা আনন্দের হবে। তাই শীতে আপনার ভ্রমণকে আনন্দময় করে তুলতে বেশ কিছু ব্যাপার মেনে চলা জরুরি। যেমন—

১) সঠিক স্থান নির্ধারণ

ভ্রমণের প্রথম কথাই হল সঠিক স্থান নির্ধারণ। শীতকালে আপনাকে বেছে নিতে হবে আপনার পছন্দের সঙ্গে তাল খায় কোন জায়গা। অনেকে শীতে আরও ঠাণ্ডার জায়গায় যেতে চান। কারণ, তাতে নাকি বরফ পড়াটা উপভোগ করা যায় তারিয়ে-তারিয়ে। আবার অনেকে বেশি ঠাণ্ডা সামলাতে পারেন না। বেশি ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে আরও নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। ফলে স্থান নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। একইসঙ্গে নজর রাখতে হবে যেখানে যেতে চাইছেন ঠিক ততটা রেস্তো আপনার পকেটে আছে কি না। দীর্ঘ সময়ের জন্য কোথাও গেলে খরচটা একটু বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক। একইসঙ্গে মাথায় রাখতে হবে কাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন আর সেখানে সবার জন্য সুযোগ সুবিধাই বা কেমন রয়েছে।

২) যাতায়াত মাধ্যম

ভ্রমণের জন্য পরিবহন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি কোন বাহনে যাবেন তা নির্বাচন করা ভীষণভাবেই জরুরি। তবে যে পরিবহনই ব্যবহার করেন না কেন, সব থেকে বেশি যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখবেন, তা হলো আপনার জীবনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্য। যেমন খুব সহজ একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যেতেই পারে আন্দামানে যাওয়ার কথা। সেখানে যাওয়ার দু'টি পথ রয়েছে। একটি জলপথ এবং অন্যটি হল বিমান যাওয়া। তবে কোনটি আপনি পছন্দ করবেন তা নিয়ে ধন্দে পড়তেই পারেন। কারণ, এখানে দুটি ফ্যাক্টর আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। জলপথে সমুদ্রে কতটা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন, সেটা জানা থাকা জরুরি। সেদিক থেকে বিমান পথে ঝক্কি কম, অনেকটা সময়ও বাঁচে। এদিকে আবার বিমানে যেতে খরচটা জলপথের তুলনায় একটু বেশিই পড়তে পারে। ফলে নজর রাখতে হবে নিজের আর্থিক সামর্থের দিকেও।

৩) ভ্রমণকালীন আবাস

বেড়াতে গেলে কোথায় থাকবেন সেটাও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। থাকার জায়গা ভাল না পলে পুরো ট্যুরটাই মাটি। সেক্ষেত্রে আপনার বাজেট, ভ্রমণসঙ্গী কতজন, কেমন পরিবেশে থাকতে চান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন- এ বিষয়গুলো ওপর নজর দিয়ে কোথায় থাকবেন সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে থাকার জায়গা আগে থেকে ঠিক করে যাওয়া ভালো। যদি তা না হয়, তাহলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের সহজলভ্যতার কথা জানা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৪) খোঁজ-খবর

যেখানে যাওয়া মনস্থ করেছেন সেখানকার আবহাওয়া ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে খরব রাখা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি সেখানকার জরুরি ফোন নম্বর এবং লোকেশন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রাখুন। যদি ওই এলাকায় পরিচিত কেউ থাকেন, তাহলে তার ফোন নম্বর নিয়ে যেতে ভুলবেন না। কখন কাকে কী দরকারে পড়ে সেটা আগে থেকে বলা বড়ই কঠিন।

৫) ব্যাগ প্যাকিং

সঙ্গে কী কী নেবেন- তা নির্ভর করবে আপনি কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন, কতদিন থাকবেন তার ওপর। তবে যেখানেই যান না কেন, ব্যাগভর্তি জিনিস না নিয়ে দেখেশুনে দরকারি জিনিস নিলে ঘোরাফেরা করতে অনেক সুবিধে হয় ।আর সেই কারণে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় জিনিসের একটা তালিকা করুন। তালিকা ধরে টিক চিহ্ন দিয়ে একটা একটা করে জিনিস ব্যাগে রাখুন। এতে দরকারি কোনও কিছু ভুলে ফেলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৬) পোশাক

শীতকালে গাঢ় রঙের মোটা তাপনিরোধক কাপড়ের তৈরি জামা ব্যবহার করুন। তবে খেয়াল রাখবেন শীতের কাপড়ের ওজন যত সম্ভব যেন কম হয়। তা না হলে আপনার ব্যাগ বেশি ভারি হবে শীতের পোশাকেই। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য সঙ্গে মাফলার, মোজা, গ্লাভস, হুডসহ জ্যাকেট জাতীয় পোশাক নেওয়া উচিত। জুতোর ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা জরুরি। স্নিকার জাতীয় জুতো ভ্রমণের ক্ষেত্রে আরামদায়ক। তবে পাহাড়ি জায়গায় গেলে গ্রিপ যাতে ভাল আছে এমন জুতো ব্যবহার করুন। ভ্রমণে মেয়েদের হিল জুতা ব্যবহার না করাই ভালো।

৭) ওষুধ

শীতে সর্দি-জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, নাক জ্বালা বা সর্দিতে নাক আটকে যাওয়া, ডায়রিয়া, আমাশয়, নিউমোনিয়া রোগ হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা থেকে যায়। সম্ভব হলে প্রয়োজন মত ওষুধ রাখুন সঙ্গে। জ্বর, পেট খারাপ, অ্যাসিডিটি, বমি, মাথা ধরার ওষুধ সঙ্গে রাখা উচিত। এছাড়াও নিন ব্যান্ড এইড, অ্যান্টিসেপটিক, পরিমাণমতো তুলা ও গজ। প্রেসার, ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে নিন।

৮) খাবার

শীতকালে ভ্রমণে গেলে সময়োপযোগী খাবার নিয়ে যাবেন। ভ্রমণের খাবার-দাবারের ব্যাপারে প্রথমে যে জিনিসটি সকলের মাথায় রাখা উচিত তা হল হাইজেনিক ফ্যাক্টর। আপনি যে খাবারটি খাচ্ছেন তা স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তা যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার রাখতে পারেন। খাবারের তালিকায় বেশি তেলে ভাজা খাবারের পরিবর্তে সহজ পাচ্য খাবার রাখুন। যাতে শারীরিক কোনও সমস্যা তৈরি না হয়। পানীয় জলের ব্য়াপারেও সতর্ক থাকতেই হবে।

৯) সানস্ক্রিন

শীতকালে ঠাণ্ডা আছে বলে সানস্ক্রিন নিতে ভুল করবেন না। শীতের রোদও ত্বকের সমান ক্ষতি করে। ফলে সানস্ক্রিন শীতেও নিতে হবে। সানপ্রোটেক্ট লোশন ও ক্রিম সূর্যের আলোতে বের হওয়ার আধাঘণ্টা আগে ব্যবহার করুন।

সতর্কতা

শীতে সন্ধ্যার পর অথবা বেশি রাত পর্যন্ত হোটেলের বাইরে থাকবেন না। বিশেষ করে পরিবার নিয়ে ভ্রমণ করতে গেলে এটা মেনে চলতেই হবে। আর বিশেষ নজর রাখুন শিশুদের দিকে।
এই টিপসগুলে মাথায় রেখে নিশ্চিন্তে খুঁজে বের করুন আপনার পছন্দের জায়গা। আর ঘুরতে গিয়ে এই সতর্কবাণীগুলো মেনে চললে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বরং, সব মিলিয়ে হবে এক জমাটি ট্রিপ।